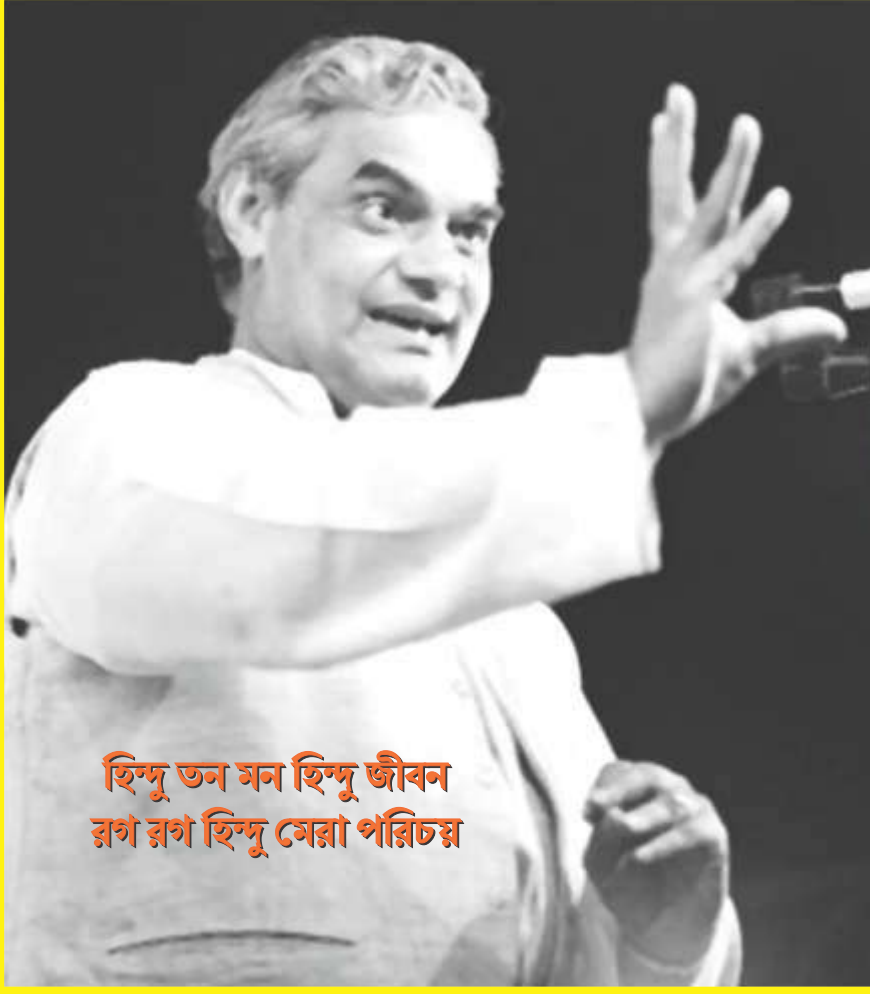


বঙ্গ

# কমলাবার্তা

ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০২৪



হিন্দু তন মন হিন্দু জীবন  
রগ রগ হিন্দু মেরা পরিচয়



অত্যাচারের প্রতিবাদে  
দুই বাংলায় হিন্দু জোট

এক দেশ  
এক ভোট

চতুরঙ্গে জগতসেরা ভারত

জন্মশতবর্ষে

শেলে বিহারী বাজাপেয়ী

জিহাদি বাং লা দে শ

বিপদের আর এক নাম বাংলাদেশ

'বাংলা – দ্বেষ'





নয়াদিল্লিতে বন্ধুত্বের উষ্ণতায় মুখোমুখি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েক।



ভারত সফরে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক-এর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



ভারত সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



নয়াদিল্লিতে উড়িষ্যা উৎসবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়েন-এর বাসভবনে ক্রিসমাস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।



জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী	৪
জিহাদি বাংলাদেশ	৬
সৌভিক দত্ত	
অত্যাচারের প্রতিবাদে দুই বাংলায় হিন্দু জোট	১০
কৌশিক কর্মকার	
এক দেশ এক ভোট:	
বিকশিত ভারতের অনিবার্য ভবিষ্যৎ	১৩
বিনয়ভূষণ দাশ	
ছবিতে খবর	১৬
বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষে ভারতের	
'অটল' বিদেশনীতি	২২
জয়ন্ত গুহ	
বাংলা - দ্বেষঃ কোন পথে ভারতের	
কূটনীতি ও সমরনীতি?	২৪
অনিকেত মহাপাত্র	
বিপদের আর এক নাম বাংলাদেশ	২৬
দিব্যেন্দু দালাল	
চতুরঙ্গে জগতসেরা ভারত	২৯
অভিরূপ ঘোষ	
ফেক নিউজ	৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ

সম্পাদকমন্ডলী:

অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র

সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

## সম্পাদকীয়

এ যেন ভূতের রাজ্যে এক 'নবরত্ন সভা'। যে যা পারছে বলে দিচ্ছে কি বলছে কেন বলছে তার কোন ব্যাখ্যা নেই বলে দিয়েই খালাসা ভূতুরে ঘোর নাকি ভূতের ভবিষ্যৎ সফট - বোঝা মুশকিল তবে সীমান্তের ওপারে ঢ্যাঙা-মামদো-চোরচুমি ভূতদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এপারের কিছূত 'নবরত্ন সভা'-ও প্রতিদিন বাঁচাল হয়ে উঠছে লক্ষ্য একটাই যেনতেন প্রকারেণ কেন্দ্র বা মোদীর বিরোধিতা করে কিছু একটা বলতেই হবে।

পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে ফের পাশ-ফেল ফেরানোর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতেই হঠাৎ আগা নেই মাথা নেই এক স্কন্ধকাটা (মাথা-বিহীন) কিছূত হাউমাউ করে বলে বসল, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতর ২০১৯ সালেই পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়াদের মূল্যায়নের ওই নীতি কার্যকর করেছিল। এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়।" না না এটা কোনও নাটকের কাল্পনিক সংলাপ নয়, কিছূত দাবী ছিল তেনারা তবে এমন লোপ্পা বল সপাটে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন পার্ক ইনস্টিটিউশন এবং বাঙুর ইনস্টিটিউশনের দুই প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাঁজা এবং সঞ্জয় বড়ুয়া। তাঁদের কথায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে পাশ-ফেল প্রথা এ রাজ্যে এখনও চালু হয়নি। সরকারের তরফে কয়েক বছর আগে বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। এর পরপরই নাকি স্কন্ধকাটা সেকুলার সেই ভূতকে দেখা গেছে ময়দানে বনবিড়ালের গর্তে ঢুকতো সুযোগ এলেই আবার বেরোবো ভূতদের লজ্জা বোধ থাকেনা।

লজ্জা নেই বলেই তো ঢ্যাঙা সেই মামদো ভূত বলতে পারে, "বাংলায় আমরা ৩৩%। কিন্তু ভারতে মাত্র ১%। তবে আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবি না। আমরা ভাবি, সর্বশক্তিমানের কৃপা যদি আমাদের উপরে থাকে, তা হলে আমরা এক দিন সংখ্যাগুরুর থেকেও সংখ্যাগুরু হব..." ভারতের একটি রাজ্যে দাঁড়িয়ে এমন কিছূত কথা ভূতেরাই বলতে পারে। তাই নিঃসংকোচে বলেছে বুক বাজিয়ে বলেছে কিন্তু ভূত বিশেষজ্ঞদের মতে এর পিছনে নাকি প্রধানত দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত ওপারে খাঁচায় বন্দি বৃদ্ধ মামদো ভূতের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কাপড়েচোপড়ে এপারের মামদো সে আবার ডাক্তার! গাধা না ছাগলের জানিনা তবে শাস্তিস্বরূপ নাকি আপাতত খুলে নেওয়া হয়েছে সম্মান হিসাবে পাওয়া তাঁর ছুঁচোর ল্যাজ। দ্বিতীয় কারণটি শুনলে ভূতের দুঃখে আপনারও চোখ ভিজে যাবে। এখন তীব্র খাদ্যসঙ্কটে নাকি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে মামদো ডাক্তার। আগে গিলে চিবিয়ে সব একাই খেত। এখন সাতার-হোসেন-খান-কবীরদের ভিড়ে গুরুত্ব বাড়াতেই নাকি মামদো ডাক্তারের এমন লক্ষ্যবম্পা বেচারী গ্যাসবেলুনের মত উড়ছে কবে যে কোথায় ফাটবে কে জানে! মানে বেলুন...



# জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

“ সত্তা কা খেল তো চলেগা, সরকারেঁ আয়েগি-জায়েগি...  
মগর ইয়ে দেশ রহনা চাহিয়ে...  
ইস দেশ কা লোকতন্ত্র অমর রহনা চাহিয়ে। ”

— প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী,  
লোকসভা ভাষণ, ১৯৯৬ সাল।

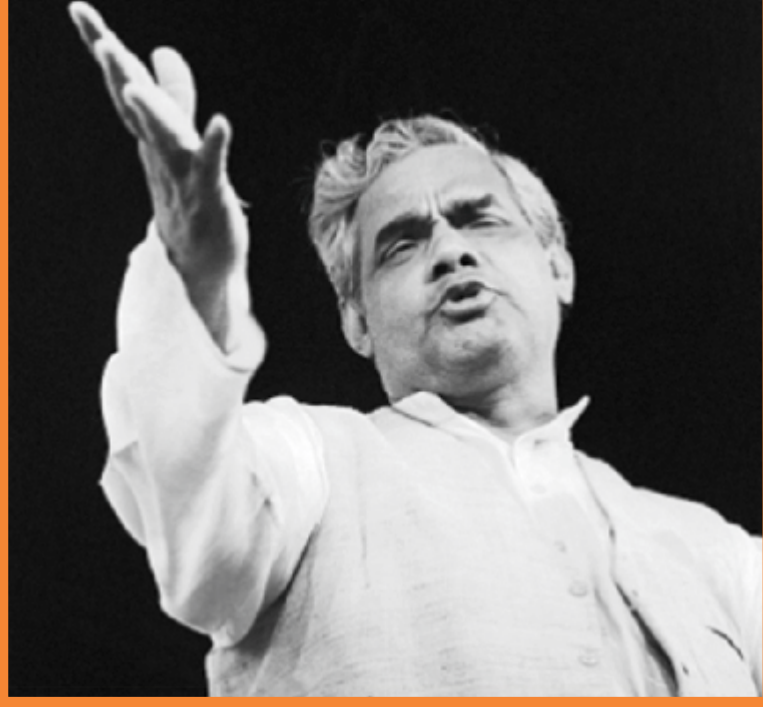


“ বাজপেয়ী জাতিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কংগ্রেসের কাছ থেকে একটি বিকল্প বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব।  
বাজপেয়ীর নেতৃত্বের এক অসাধারণ উদাহরণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৯৯৮ সালে ভারতের পরমাণু বোমা  
পরীক্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেনা মোদী লিখেছেন, সেই পরিস্থিতিতে যে কোনও সাধারণ নেতা বেঁকে বসতে  
পারতেন, কিন্তু অটলজি অন্য ধাতুতে তৈরি হয়েছিলেন.... আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও,  
বাজপেয়ীজির তৎকালীন এনডিএ সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। একই সাথে  
বিশ্ব শান্তির শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন তিনি ” — প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

“ তিনি (বাজপেয়ী জি) ঘোড়া কেনাবেচা ও নোংরা রাজনীতির পথ অনুসরণ না করে ১৯৯৬ সালে পদত্যাগ  
করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে তার সরকার ১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। তিনি নিয়ম মেনে চলতে পছন্দ করতেন  
” — প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

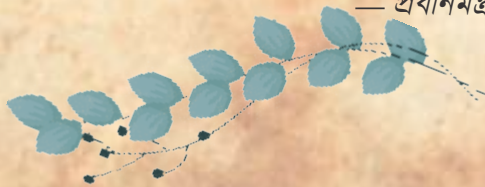


এক টালমাটাল সন্ধিক্ষণে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। এক দিকে জোট রাজনীতির উত্থান, অন্য দিকে দেশের অর্থনীতিতে বড়সড় বদল আনার প্রক্রিয়া। ১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯-২০০৪ সাল এই তিন দফায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ছিলেন বাজপেয়ী। ২২৬৮ দিন প্রধানমন্ত্রী পদে থেকে দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি।



“আমার মতো আরও অনেক ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যের পক্ষে বাজপেয়ীর মতো ব্যক্তির কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল... যখনই আদর্শ ও ক্ষমতার মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার কথা এসেছে, বাজপেয়ী বরাবরই আদর্শকেই বেছে নিয়েছেন।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী







# জিহাদি

## বাংলাদেশ

### সৌভিক দত্ত

হিন্দুরা এর আগে কোনোদিনও বহিরাগত কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হতে পারেনি বরং উল্টে যখন বিদেশীরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ হেনেছে হিন্দুরা হয় পন্থা আর নয়তো কাস্ট-এর ভিত্তিতে নিজেরাই বিভাজিত হয়ে লড়াই করেছে। পন্থা ও কাস্ট-কে দূরে সরিয়ে রেখে বাংলাদেশের হিন্দুদের এই প্রথম একতাবদ্ধ লড়াই দেখা গেল জিহাদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

১৯৭১ সালে ভারত সরকার একটি অত্যন্ত বড় ভুল করে ফেলেছিল। সেটা হলো তারা বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেনি। দুনিয়ার অন্য কোনো রাষ্ট্রই নিজের শরীরের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় না। নেপোলিয়ন ভ্যাটিকানের সাথে বা আমেরিকা কিউবার সাথে (যদিও সেটা ভৌগোলিকভাবে ইউএসএ এর মধ্যে নয়, কিন্তু তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে তো অবশ্যই) কেমন আচরণ করেছে তা ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাঠকমাতে জানেনা। কিন্তু ভারতই হয়তো ইতিহাসে একমাত্র রাষ্ট্র যে নিজের রাষ্ট্রের মধ্যেই অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র তথা ক্যান্সার কোষকে বাড়তে দিয়েছিল। অথচ তখন প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করে ফেলা। এটা হিন্দুরা

গান্ধীর দূরদৃষ্টির অভাব নাকি ভারতকে আরও শক্তিশালী না হতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসার নাকি আমেরিকা তথা পশ্চিমা আগ্রাসনের ভয় - সেই মুহূর্তে আসলেই কোনটা ঘটেছিল সেটা আমাদের কাছে অজানা কিন্তু এইটুকু বলা যায় যে সেই সময় যে ভুল ভারতের নীতি নির্ধারকরা করে গিয়েছিলেন সেই ভুলের মাশুল আজও আমাদের দিয়ে যেতে হচ্ছে। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের এবং বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের।

তবে বিষয়টা এমন না যে বাংলাদেশে ইদানিং পরিস্থিত খারাপ হয়েছে এবং আগে ভালো ছিল। খোদ মুজিবুর রহমানই ১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গায় জিহাদি শিবিরকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাজনীতির কারণে সে যতই হিন্দুপ্রেমী সাজুক না কেন তার পক্ষে

সেকুলার হওয়াটা আসলেই অসম্ভব, এবং অসম্ভব তার মেয়ের পক্ষেও। পাকিস্তান সেনাবাহিনী রমনা কালীমন্দিরের যে জমি দখল করেছিল তা ফেরত দেয়নি মুজিবরের আমলের বাংলাদেশ সরকার। হিন্দুদের উপর বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সেই শুরু। তারপর যতদিন এগিয়েছে সেই নিপীড়ন বেড়েছে ছাড়া কমেনি। আওয়ামী লীগের সাথে বাকি দলগুলোর পার্থক্য হল, আওয়ামী লীগ ভারত সরকারের অনুগ্রহপুষ্ঠ বলে তারা কিছুটা চক্ষুলাজ্জা রেখে হিন্দু নির্যাতন করে কিন্তু বাকিরা পাকিস্তান বা আমেরিকার মদতপুষ্ঠ বলে সেই লজ্জাটুকুও রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

আসল বিষবৃক্ষের বীজ হয়তো পৌঁতা হয়েছিল এরও বহু আগে, যখন জিন্মা দাবি করেছিলেন মুসলমানরা একটি আলাদা

জাতি এবং তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজনা কিংবা হয়তো এই বীজটি ইতিমধ্যেই ছিল তারও অনেক অনেক অনেক আগে থেকেই কারণ অন্য সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতকে নিজেদের মাতৃভূমি হিসেবে মেনে নিলেও একমাত্র তাদেরই কেন আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজন পড়লো? তবে যাই হোক, সেই



যুদ্ধের সময় যশোর রোডের সড়ক মেরামত করছেন ভারতীয় সেনারা।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা থেকে এখনও কিন্তু বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বেরোতে পারেনি। যদিও সরকারি চাকরি বা সম্পদ ইত্যাদির বন্টন বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে, কিন্তু এখনও তারা মনে মনে সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণাকে লালন করে চলেছে। বাংলাদেশ বস্তুত একটি দুর্ভাগ্য রাষ্ট্র। তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়টির মন পড়ে রইল পাকিস্তানে, তারা নিজেদের দেশকে ভালোই বাসলো না আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে কাউকে ভারত বা কাউকে মায়ানমারের এজেন্ট দাগিয়ে দিয়ে তাদের বাংলাদেশকে ভালোবাসার অধিকারটুকুও দেওয়া হলো না। ফলে দিনকে দিন একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে হতে বাংলাদেশ বর্তমানে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পেরিয়ে গেছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রঘন্ত্রের যে ন্যূনতম আবরণটুকু ছিল সেটাও খসে পড়েছে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ত্যাগ করার পরো হয়তো বা এই অপারেশনের জাল বোনা হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। এর আগেও বিডিআর বিদ্রোহ বা শাপলা চত্বর আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছিল হাসিনা সরকারকে দুর্বল করার জন্য। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য তারা সেই মুহূর্তে পায়নি। শেখ হাসিনাকে সামনে রেখে খুব ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সমস্ত ক্ষমতা দখল করেছিল চরম মৌলবাদীরা। হাসিনা সরকারের



মিত্রশক্তি ভারতের টি-৫৫ ট্যাঙ্ক এগিয়ে চলেছে ঢাকার পথে।

জনগণকে বাধা দিয়েছিল ঘর থেকে বের হতে।

হাসিনার পতনের পর সেখানে ক্ষমতা দখল করেছে মহম্মদ ইউনুস এবং তথাকথিত কিছু ছাত্রনেতা। পুরো আন্দোলনে ধারে কাছে না থাকা ইউনুসের হঠাৎ করে এসে ক্ষমতায় বসে যাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে এই আন্দোলন কখনোই স্বতঃস্ফূর্ত

গণআন্দোলন ছিল না। কোন এক বা কয়েকটি এজেন্সির তুখোড় মস্তিষ্কদের বহুদিন ধরে পরিচালিত একটি ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল এই আন্দোলন। আর সেই ষড়যন্ত্রটিকে সেরা করে? উদ্দেশ্য একাধিক। প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ নামের যে টিউমারটি হয়ে আছে তাকে ক্যান্সারে রূপান্তরিত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভারত সরকারকে শিক্ষা দেওয়া যে তারা যদি আমেরিকার কথামতো না চলে তবে তাদের অবস্থাও শেখ হাসিনার মতোই হবে। ভারত রাষ্ট্রকে দুর্বল করা একটি বড় উদ্দেশ্য অবশ্যই। কোনও রাষ্ট্রকে যখনই যুদ্ধ বা এই ধরনের কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় তখন সে স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নের দিকে নজর দিতে পারেনা। তাই ভারতকে এখন বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে ভিড়িয়ে দিয়ে ভারতের উত্থান আটকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যেটা আমরা দেখেওছি যে ক্ষমতায় আসার পরপরই মহম্মদ ইউনুস ভারতকে হুমকি দিয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের

রাজ্যগুলোকে ভারত থেকে আলাদা করে দেবে বলো তারপরও বিভিন্ন রকম প্ররোচনা, মৌখিক আক্রমণ এমনকি তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে দিয়েও ভারতকে উসকানোর চেষ্টা করেছে ইউনুস তথা তার মালিকরা। ঠিক একই পদ্ধতি তারা চিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যাচ্ছে

বঙ্গ কমলবার্তা। ডিসেম্বর ২০২৪। ৭

তাইওয়ানকে যুদ্ধের জন্য উস্কে দিয়ে বা ইউক্রেনকে গাছে তুলে দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ এই যুদ্ধই পশ্চিমা শক্তিগুলোর সামনে একমাত্র অস্ত্র ডিপ স্টেট বিরোধী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর উত্থান রুখে দেওয়ার।

ভারতকে উস্কানোর অপর আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের নরক নামিয়ে আনা। যেটা বাংলাদেশ সরকার - সেনাবাহিনী - পুলিশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ হাতে হাতে রেখে করে চলেছে। একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর সামনে হিন্দুদের গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, অন্যদিকে খোদ সেনাবাহিনীকে দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রামে দোকানের সিসিটিভি ভেঙে ফেলতে, যাতে তাদের

অত্যাচারের কোনো প্রমাণ না থাকে। একের পর এক হিন্দু শিক্ষক এবং আমলাদের পদত্যাগ করানো চলছে। পদত্যাগ থেকে বাঁচার সেখানে একমাত্র রাস্তা হল ধর্মান্তরিত হওয়া। পেটের দায়ে দুই একজন সেই রাস্তাও বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। একজন অন্তঃসত্ত্বা হিন্দু শিক্ষিকা শিখাদেবী চাকরি ছাড়তে রাজি না হওয়ায় তাকে খোলা রাস্তায়

অত্যাচার করতে দেখা গেছে। একটা ভিডিওতো এছাড়াও খুন-ধর্ষণ-হিন্দুদের দোকান লুট ইত্যাদির সংখ্যা তো হিসাব রাখার বাইরেই বেরিয়ে গেছে। একজন হিন্দু নেতাকে মেরে খোলা রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখার মতো ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ, যে ঘটনা এতদিন শুধুমাত্র আরবেই দেখা যেত।

কিন্তু অন্যবারের থেকে এবার হিন্দু নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন দেখা গেলে। এর আগে প্রতিবার যখন বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঢেউ তুঙ্গে ওঠে তখন ভারতে কোনো শক্তিশালী বা হিন্দুত্ববাদী সরকার থাকে না। কিন্তু এবার আছে। তাই এইবার আর হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে না এসে

বাংলাদেশে নিজেরাই প্রতিরোধ করতে নেমে পড়েছে কারণ তারা জানে ভারত সরকার তাদের সমর্থন দেবে। যেটা সম্ভবত বাংলাদেশের মৌলবাদীদের কেউ ধারণাতেই আনতে পারেনি। এবং হিন্দুদের এই প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিল ইসকনের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটা। এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় হিন্দুরা তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যায় মৌলবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে। আর এতেই সরকারের কোপে পড়ে যায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের অপর হোতা বিএনপি দলের এক নেতাকে শিখন্তী করে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস কে কারাগারে আটকে রাখে ইউনুস সরকার।



যুদ্ধ শেষ-ঢাকার রেসকোর্সে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস তথা বাংলাদেশের হিন্দুদের দমন করে রাখতে এমন কোনও কাজ নেই যা ইউনুস সরকার করেনি। চিন্ময় কৃষ্ণের অনুগামীদের উপর পুলিশ ও তৌহিদী জনতা অত্যাচার চালিয়েছে। চিন্ময় কৃষ্ণের পক্ষ নেওয়া এক মুসলিম আইনজীবীকে নিজেরাই কুপিয়ে মেরে সেই দায় হিন্দুদের উপর চাপিয়ে আবারও এক দফা অত্যাচার চালিয়েছে হিন্দুদের উপর। জেলের মধ্যেও অত্যাচার করা হয়েছে সন্ন্যাসীর উপর। কারাগারে তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর চোখে জল দেখেছেন তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা। আক্রান্ত হয়েছেন সন্ন্যাসীর অন্যান্য আইনজীবীরাও। তাদের কেউ ওখানে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর

সাথে লড়াই করে কাউকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। ভারতে বস্তুত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের হিন্দুরা, এই মুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার চরম লড়াই লড়াই।

বাংলাদেশের ঘটনা আসলে একটি চরম নমুনা। একইসঙ্গে ভারত ও হিন্দুদের জন্য। ভারত সরকার এতদিন হাসিনাকে মন্দের ভালো হিসাবে ঢাকায় ক্ষমতায় থাকতে সমর্থন করেছিল। অথচ ভারতের উচিত ছিল বাংলাদেশের অন্ততপক্ষে কিছু অংশ ভারতের অন্তর্গত করে নেওয়া। সেটা হতে পারতো হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো কিংবা চট্টগ্রাম বন্দর অঞ্চল। বন্ধুত্বের খাতিরে ভারত সেটা করেনি। আর তার ফল তাকে

আজ ভুগতে হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে বিপদের মুখে ফেলো বাংলাদেশকে বন্ধু রাষ্ট্র ভেবে বসে থাকা ভারত নিশ্চয়ই নিজেদের এই ভুল শুধরে নেবে। এটা বুঝতে পেরে যে, বন্ধু যে কোনও সময় শত্রুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তার জন্য তৈরি থাকা উচিত। অপরদিকে হিন্দুরা এর আগে কোনোদিনও বহিরাগত কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত

হতে পারেনি। বরং উল্টে যখন বিদেশীরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ হেনেছে হিন্দুরা হয় পস্থা আর নয়তো কাস্ট এর ভিত্তিতে নিজেরাই বিভাজিত হয়ে লড়াই করেছে। কেউ কেউ বিদেশী শক্তিতে সহায়তাও করেছে অন্যকে দমন করতে চেয়ে। পস্থা ও কাস্ট-কে দূরে সরিয়ে রেখে বাংলাদেশের হিন্দুদের এই প্রথম একতাবদ্ধ লড়াই দেখা গেল। জিহাদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমস্যা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে পারি তবে তা ভবিষ্যতে অনেক বিজয়কেই সহজ করে দেবে।



# হিন্দু নিধনে এগিয়ে বাংলা



ফিরহাদের হিন্দুবিরোধী মন্তব্যের  
পরেই আক্রান্ত হলো সনাতনীরা

দিঘা থেকে ফেরার সময় গাড়িতে  
ভজন চলছিল

কাঁথির কাছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল  
সম্পর্কিত প্রতিবাদ সভায় যোগদান করা  
লোকজন ভজন শুনে উত্তেজিত হয়ে  
গাড়িতে হামলা চালায়

নির্মমভাবে মারধর করা হয়  
সনাতনীদের

**মমতা ব্যানার্জী যতদিন  
সনাতন ধর্ম সঙ্কটে থাকবে ততদিন**

[f](#) [X](#) [v](#) [@](#) /BJP4Bengal [b](#) [bjpgbengal.org](#) | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট



## অত্যাচারের প্রতিবাদে দুই বাংলায় হিন্দুজোট

কৌশিক কর্মকার

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় সাধারণ হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে, তারপরেও সমানে ঘটে চলেছে নির্যাতন, অত্যাচার। তার প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাহলে আজ এত উদ্বেগ কেন? উদ্বেগের কারণ একটাই; হিন্দুরা জোট বাঁধছে।

ওপার বাংলা তথা বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে হিন্দু নিধন চলছে। ওপার বাংলায় হিন্দু নিধন নতুন কিছু নয়। তবে যেটি নতুন তা হল পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমের হয়তো খানিকটা হুঁশ ফিরেছে; হয়তো তারা বুঝতে পেরেছে একুশ শতকে সত্য চেপে রাখা যাবে না; অনুভব করেছে যা ঘটছে, তা না দেখালে মানুষ তাদের অপাংক্তেয় করে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল যাবত 'হিন্দু' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়ে উঠেছিল একটি গর্হিত অপরাধ। এমন একটি আবহ নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে 'হিন্দু' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জিত হত 'প্রতিক্রিয়াশীলতা', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'বিদ্বেষপূর্ণতা' জাতীয় বৈশিষ্ট্যাবলী। সেখানে দাঁড়িয়ে আজ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ লগ্নে পশ্চিমবঙ্গের প্রিন্ট ও

ইলেকট্রনিক মিডিয়া জুড়ে 'হিন্দু' শব্দের প্রতিধ্বনি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এর পিছনে যার ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য তা হল সামাজিক মাধ্যম। আজ সামাজিক মাধ্যম এসে তথাকথিত সংবাদ মাধ্যমের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কিছু সামাজিক মাধ্যম নির্ভর সংবাদ চ্যানেল বা সংবাদ পোর্টাল সত্য সংবাদ দেখানোর অপরাধে হেনস্থার শিকার হয়েছে; তাদের কারাগারের অন্ধকারে অন্তরীণ করে রাখার চেষ্টা চলেছে ভীষণভাবে; তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল সত্য প্রদর্শন। খুব নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসা বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতায় আবদ্ধ না থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল; তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত সংবাদ গোষ্ঠীসমূহ প্রাণপণ চেষ্টা

করেছে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সে সকল হিংসাকে চেপে যেতো ভেতরের পাতায় দুলাইন বা টিভির পর্দায় কয়েক সেকেন্ডের প্রতিবেদন দেখিয়ে তারা দায় সেরেছিলেন সে সময়। তাই ক্রমশ যখন তারা জনমানসের বিশ্বাসের জায়গা থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছেন, তখন যদি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাদের বিলম্বিত বোধোদয় ঘটে থাকে, তবে তাকে কীভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব?

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পর্বে যে হিন্দু নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় মদতে প্রবহমান রয়েছে। এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন খবর এলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক কুশল বরণ চক্রবর্তী ঢাকা শহরে ইসলামিক মৌলবাদীদের হাতে প্রহত হয়েছেন।



'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সভাপতি, সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষায় সদা সচেষ্ট শাহরিয়ার কবীরকে গ্রেপ্তার করে সকল মৌলবাদী সন্ত্রাসী জেলবন্দীকে মুক্ত করেছে ইউনুস সরকার। তিন ডিসেম্বর রাতে সুনামগঞ্জের হিন্দু পল্লী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে তৌহিদী জনতা। তার আগেরদিন ময়মনসিংহে দোকানে ঢুকে হিন্দু দোকানদের যথেষ্ট কিল ঘুষি মার, দোকান ভাঙচুর ঘটেছে। নাটোরের সিঙরা উপজেলার হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে বিএনপি কর্মী। কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে? ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর থেকে এমন একটি দিন যায়নি যেখানে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়নি, প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র প্রধান মুহম্মদ ইউনুসের উদাসীনতায়; যে রাষ্ট্রপ্রধান নাকি আবার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত! কিসেনোবেল? না, শান্তিতে! ছি!

সনাতনী জাগরণ জোটের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে এত ভয় কিসের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের? চিন্ময় কৃষ্ণ দাস চির নিপীড়িত, চির অত্যাচারিত হিন্দু জনতাকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া ওই দেশে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। চট্টগ্রাম, রংপুরে সংগঠিত করে ফেলেছিলেন বিরাট হিন্দু সমাবেশ যা অনির্বাচিত বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখলকারী ইউনুস সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। তাই সাজানো মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। চট্টগ্রাম আদালতের সকল হিন্দু আইনজীবীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। চিন্ময় কৃষ্ণকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারলেন না একজন আইনজীবী! তাঁর নির্দিষ্ট আইনজীবীকে আগেই রক্তাক্ত করে আহত করেছে মৌলবাদী জনতা। ইসকন আন্তর্জাতিক ভাবে প্রভাবশালী সংগঠন। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজুড়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভর্তসিত হতে হয়েছে ইউনুস সরকারকে। আর এসব কিছু প্রত্যুত্তরে তাদের রয়েছে বাধা ধরা রেকর্ডিং: 'সবই ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার', 'বাংলাদেশ

অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত', 'কোথাও কিছু হয়নি' ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা বারবার এগুলি প্রচার করে, লিখিত বিবৃতি দেয় আর তৃণমূল স্তরে মৌলবাদী জেহাদি বাহিনী তাদের অভীষ্টকর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে; এটিই তাদের মোডাস অপারেন্ডি; নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণ জোরের সঙ্গে বারবার বলে, সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের দিয়ে জোর করে বলিয়ে নেওয়ার এই ধূর্ত কৌশল ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের স্বভাবজাত।

বাস্তব সত্য হল বর্তমানে বাংলাদেশের আপামর হিন্দু জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন; নিঃশ্বাস রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এর আগেও এহেন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বারবার। পঞ্চাশে ঢাকা-বরিশালের নির্বিচার গণহত্যায়, ১৯৬৩ তে হযরত বালের ঘটনায়, ৯২ সালে বাবরি ধ্বংস পরবর্তী সময়ে কিংবা ২০০১ সালে বিএনপি জামাত সরকার ক্ষমতায় আসীন হলে বেছে বেছে হিন্দু হত্যা হয়েছে; বেছে বেছে হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছে। আর একাত্তরে? বাংলাদেশের হিসেবেই ৩০ লাখ মানুষ নিহত, পাঁচ লাখ নারী ধর্ষিতা। যাদের মধ্যে সিংহ ভাগ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। যারা শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধেই নিঃশ্বাস হারিয়েছেন। পাক বাহিনীর প্রথম লক্ষ্যই ছিল হিন্দু নারী ধর্ষণ ও হিন্দু পুরুষদের বেছে বেছে হত্যা করা। লিঙ্গগ্রহেদন বা সারকামেশন দেখে হিন্দু হত্যার কৌশল নিয়েছিল পাক বাহিনী; হিন্দু মেয়েরা ধর্ষণ থেকে বাঁচতে কলমা মুখস্থ করেছিল। আক্ষরিক অর্থে একেই বলে 'খুঁজে খুঁজে মারা'। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধপূর্বে সংখ্যালঘু হিন্দুদের লক্ষ্য করে একাধিক নারকীয় গণহত্যা ঘটায় পাক সেনা। মহিলারা শাঁখা-সিঁদুর লুকিয়ে, কলমা মুখস্থ করে বা আরবি নাম গ্রহণ করে প্রাণে বাঁচলেও হিন্দু পুরুষের বাঁচার কোন রাস্তা নেই। স্থানীয় রাজাকার আলবদর আলশামস চিহ্নিত করে দিয়েছিল স্থানীয় হিন্দুদের। ১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনার চুকনগরে একদিনে ১০,০০০ হিন্দু হত্যা করে পাক হানাদার বাহিনী; যাদের পথ

চিনিয়ে দিয়েছিল বাংলাভাষী রাজাকার বাহিনী। আজ ইউনুস সরকার মুক্তিযুদ্ধের সকল স্মারককে চিরতরে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে; অশ্লীলতার সকল সীমা পেরিয়ে গেছে তাঁর সরকারের তথাকথিত 'উপদেষ্টা'দের নির্লজ্জ আত্মফালন।

একাত্তরের ঘটনার প্রেক্ষিতেই কমিউনিস্ট রাজনীতি কলকাতার রাস্তায় স্লোগান তুলেছিল 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যায়', 'ইন্দিরা-মুজিব নিপাত যাক'; কমিউনিস্ট রাজনীতির মতে গণহত্যাকারী ইয়াহিয়া আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাকি এক! কোন্ যুক্তিতে? যুক্তি খুবই সহজ; যাদের আদর্শ চিন নামক রাষ্ট্র, সোভিয়েত সাহায্যে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধকে তারা হেয় করবেই। আজকের দিনেও এই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ভারতের মাটিতে রাজনীতি করে চলেছে এবং জনমানসে চিহ্নিত হয়ে আছে 'প্রগতিশীল', 'উদারবাদী' ইত্যাদি অভিধার আধারে! ইতিহাস বিস্মৃতির ফল এমনই নিদারুণ যেখানে পাক সেনার সমর্থকরাও রাজনৈতিক তর্কসভার মঞ্চ আলো করে বাকবিস্তার করে থাকে! যে ইতিহাস অনবরত জানানোর প্রয়োজন ছিল সেই ইতিহাস ক্রমাগত চেপে রাখার অনিবার্য ফল এটি। আসলে সবচেয়ে বড় সত্যিটা হল সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের ও ইসলামিক মৌলবাদের অন্যতম দোসর এই কমিউনিস্ট রাজনীতি। গত ২৮ নভেম্বর ২০২৪ প্রকাশিত এদের বিবৃতিতেও এদের ভণ্ডামি, দ্বিচারিতা স্পষ্ট। রাজ্যের শাসকদল বলছে বাংলাদেশে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর কথা। আবার সেই সরকারের মন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতে ভারত বাংলাদেশের বিষয় নাক গলাতে পারে না। কয়েকদিন আগেই শাসক দলের আরেক বিধায়ক হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, কোন বিবৃতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বরণ্য বাঙালি

মিঠুন চক্রবর্তী এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করলে তাঁর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা রুজু করা হতে পারে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিধায়কের গায়ে আঁচড়টি পড়ে না। কলকাতার মহানগরিক 'ইসলামের দাওয়াত' দিচ্ছেন, অচিরেই 'সংখ্যালঘু মুসলিমরা সংখ্যাগুরু হয়ে উঠবে' বলে হুমকি দিচ্ছেন, যার ব্যঞ্জনা

ইঙ্গিত করে শরিয়া শাসনের, বাংলাদেশ যে শাসন এখন দেখছে, সেই শাসন অচিরেই দেখবে বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ! ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় সাধারণ হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে, তারপরেও সমানে ঘটে চলেছে নির্যাতন, অত্যাচার। তার প্রেক্ষিতে

কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাহলে আজ এত উদ্বেগ কেন? উদ্বেগের কারণ একটাই; হিন্দুরা জোট বাঁধছে। তাই মুসলিম তোষণকারীদের ঘুম উড়েছে। যে কোন মূল্যে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে হবে, এই হোক আমাদের আগামীর শপথ।

## সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরচ্ছে বাংলাদেশিরা

- প্রথমে বৈধ নথি নিয়ে এদেশে আসার পরে স্থানীয় জন
- প্রতিনিধির শংসাপত্র ও সুপারিশ নিয়ে রেশন কার্ড হারিয়ে যাওয়ার জেনারেল ডায়েরি করছে থানায়
- দালালরা আগে থেকেই মৃত ব্যক্তির রেশন কার্ডের নম্বর আগাম জোগাড় করে রাখছে
- থানা কোনও কিছু যাচাই না করেই জেনারেল ডায়েরি নিচ্ছে
- নতুন রেশন কার্ড পেয়ে গেলেই ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন করা হচ্ছে
- ভোটার কার্ড দেখিয়ে আধার কার্ডের আবেদন করছে তারা
- পরবর্তীতে ভোটার ও আধার কার্ড দিয়ে পাসপোর্ট তৈরির জন্য আবেদন করছেন বাংলাদেশিরা
- রাজ্য পুলিশের পাসপোর্ট যাচাইকরণ পরীক্ষাতেও পাশ করছে বাংলাদেশিরা
- সেই পাসপোর্ট ব্যবহার করেই আবার বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে তাঁরা

মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ভারতবর্ষের  
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক  
তৃণমূলের আসল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে মৌলবাদী রাষ্ট্র বানানো

f x v /BJP4Bengal bjpgbengal.org | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট





# এক দেশ, এক ভোট

## বিকশিত ভারতের অনিবার্য ভবিষ্যৎ

বিনয়ভূষণ দাশ

অনেকে বলছেন, আইনটি পাশ করাতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই আইনটির ক্ষেত্রে তেমন কোন নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সংবিধানের কোথাও একথা বলা নেই। যাইহোক বিজেপির লোকসভা সাংসদ শ্রী পিপি চৌধুরীর নেতৃত্বে ৩৯ জন সদস্যের যৌথ সংসদীয় কমিটি বিলটির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে পরবর্তী লোকসভা অধিবেশনে তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তৃতীয়বার এনডিএ জোট ২০২৪এ পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে বহুল আলোচিত বিষয় হল 'এক দেশ, এক ভোট' আইন প্রণয়ন। এই 'এক দেশ, এক ভোট' আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে শ্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন করে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভায় ১৭ ডিসেম্বর বহুচর্চিত এই ১২৯তম সংবিধান সংশোধন বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। কেন্দ্রীয়

আইনমন্ত্রী শ্রী মেঘওয়াল একই সঙ্গে 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল পেশ করেন। বিরোধী ইন্ডি-জোটের প্রবল আপত্তির পর তাঁদের দাবী অনুযায়ী ভোটাভুটির পথে হাটে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে 'এক দেশ, এক ভোট' বিল পেশের পক্ষে ভোট দেন সরকার পক্ষের ২৬৯ জন সাংসদ। বিরোধীদের সমর্থনে ভোট দেয় ১৯৬ জন সাংসদ।

অর্থাৎ, বিরোধীদের যথেষ্ট হাল্লাবুলা সত্ত্বেও যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পেশ হয়। তবে, এদিন বিলটি পাশের চেষ্টা করেনি সরকার; কারণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী চেয়েছেন, বিলটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

হোক। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। যৌথ সংসদীয় কমিটিতে শাসক দলের সদস্যদের সাথে সাথে বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও থাকেন। তাই গণতান্ত্রিকভাবে বিরোধীদের আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

যদিও সরকার জেপিসি-তে না পাঠিয়ে বিলটি সরাসরি লোকসভায় পাশ করিয়ে নিতে পারতেন। বিলটি লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হলেই আইনে পরিণত হবে; সংসদের উভয় কক্ষেই বিলটি পাশ করানো সরকারের পক্ষে সহজেই সম্ভব। কিন্তু আলোচনার পরিসর বাড়ানোর

সদিচ্ছায় তিনি বিলটি জেপিসি-তে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

যাইহোক, বিলটির বিষয়বস্তু ও অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে। আমি মনে করি, বিরোধী দলগুলি এনডিএ সরকারের একই সঙ্গে লোকসভা এবং রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচনের বিরোধিতা না করলে এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হত না। কারণ, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে ১৯৫১-৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে একই সঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চতুর্থ লোকসভা ১৯৭০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবমত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে নতুন করে নির্বাচন করা হয়। আবার ষষ্ঠ লোকসভার মেয়াদ এক বৎসরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল জরুরী অবস্থার সময়। সেই সময়ে আজকের বেশীরভাগ বিজেপি বিরোধী দলগুলিই কংগ্রেসের অন্তর্গত ছিল। তাঁরা কিন্তু তখন একই সঙ্গে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনের বিরোধিতা করেনি।

আমি নিজে মা-বাবার সাথে ওই সময়,

অর্থাৎ ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে নির্বাচনী বুথে গিয়েছি। রাজনীতি সেই সময়ে না বুঝলেও কিন্তু কাউকে ওই ব্যবস্থার সমালোচনা করতে শুনি নি। আসলে ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে অনেকগুলি রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়েছিল তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। তার ফলে ওই রাজ্যগুলিতে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্য এই ঘটনার আগেই ১৯৫৯ সালে জওহরলাল নেহরুর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কেরালার ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্ট সরকার ভেঙ্গে দেয় শিক্ষা বিল, ১৯৫৭ এবং কৃষি সম্পর্ক বিল, ১৯৫৭ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মতভেদের কারনো ফলে রাজ্যে নির্বাচন করতে হয়। ১৯৬০ সালে এবং সেই নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। একসময়ে যাঁদের সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং যারা ভেঙ্গেছিল সেই সিপিএম ও কংগ্রেস এখন অদৃষ্টের পরিহাসে একই ইন্ডি-জোটের অংশীদার এবং 'এক দেশ, এক ভোট' আইনের বিরোধী।

যাইহোক এইসব কারণে একই সাথে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যাহত হয়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এতে নির্বাচন করতে ব্যাপক ব্যয় হতে শুরু হয়। শুধু তাই নয়, রাজ্যগুলির উন্নয়নপ্রক্রিয়াও ব্যাহত হতে শুরু করে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই একই সাথে নানাস্তরের নির্বাচন করা হয়। এই দেশ গুলির মধ্যে পাকিস্তান, নেপাল, সুইডেন, বেলজিয়াম সহ অনেক দেশেই একসাথে নির্বাচন করা হয়।

ভারতের ল কমিশনও ২০১৮ সালে একই ধরনের প্রস্তাব করে। আর আমাদের দেশে তো একই সঙ্গে নির্বাচন করা নিয়ে কোন আলাদা আইন নেই। একই সঙ্গে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। এই প্রক্রিয়া আইন করে বন্ধ করা হয়নি; হয়েছে কংগ্রেস দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারগুলি বরখাস্ত করা অথবা আয়ারাম-গয়ারামদের দল বদলের জন্য রাজ্য সরকারগুলির ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য।

যাইহোক, এইভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এবং মাঝে মাঝেই নির্বাচন হওয়ার কারণেই এই 'এক দেশ, এক ভোট' বিষয়টি সব রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের ভাবতে প্রাণিত করে। কেন্দ্রের বর্তমান



এক দেশ এক ভোট বিল নিয়ে ২০২৩ সালে তৈরি হয়েছিল রামনাথ কোবিন্দ কমিটি।



বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিভিন্ন কারনের জন্য 'এক দেশ, এক নির্বাচন' আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। এটা দলটির দীর্ঘদিনের দাবী। তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারেও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা বিজেপির দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সেজন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। তাঁরা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৩ এবং ১৭২ সংশোধনের প্রস্তাব করে। এই কমিটি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যাপক সাড়া পায়। তাঁরা ২১,৫০০টি প্রস্তাব প্রাপ্ত হন। এর মধ্যে ৮০ শতাংশই এক সঙ্গে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন করার পক্ষে তাঁদের মত দেন।

দেশের ৪৭ টি রাজনৈতিক দল তাঁদের মতামত পেশ করে। তাঁদের মধ্যে ৩২টি রাজনৈতিক দল এক সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যে নির্বাচনের পক্ষে মত দেয় এবং ১৫ টি রাজনৈতিক দল বিপক্ষে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করে। তাছাড়া ভারতের ভূতপূর্ব চারজন প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারগণ, আইনজ্ঞ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সাথেও পরামর্শ করা হয়েছিল। তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনও ছিল 'এক দেশ, এক ভোট' নীতির পক্ষে। এছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যক্তিগণ, আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ ও অন্যান্যরা এই নীতির পক্ষে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। ভারতের আইন কমিশনও ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের ১৭০তম রিপোর্টে একই সঙ্গে লোকসভা ও সমস্ত বিধানসভায় নির্বাচনের পক্ষে এক খসড়া প্রকাশ করেছিল। আইন কমিশন তাঁদের রিপোর্টে প্রস্তাব করে, 'This cycle of elections every year, and in the out of season, should be put an end to. We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative

Assemblies are held at once.

তাঁদেরই প্রস্তাবক্রমে সাম্প্রতিক এই বিলটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এবং তা সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হয়। এই আইনটি প্রণয়নের জন্য আনা বিলটিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় একটা সাযুজ্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে; গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সংস্কার করতে চাওয়া হয়েছে। যদিও আমাদের দেশে এই ধারণাটি নতুন নয়। এই সংশোধনী আইনটি সংসদে পাশ হলে নির্বাচকগণ একই দিনে, একই সাথে দুটি স্তরের, লোকসভা এবং বিধানসভায় ভোট দিতে পারবেন। এতে করে নির্বাচনী খরচ কমবে, লোকসভা ও বিধানসভাগুলির ভিন্ন সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বারবার আদর্শ আচরণবিধি ঘোষণার ফলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ধাক্কা খায়। ফলে সার্বিক উন্নয়ন ও আর্থিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।

এই প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছে, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের একশ দিনের মধ্যেই পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। ফলে একই ভোটের তালিকাতেই সব ধরনের নির্বাচন করা সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রথমবার সব রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ নাও করতে পারে। তবে সেটা একবারই হবে। ফলে বার বার নির্বাচন করতে হলে যে বিপুল খরচ হয়, তা এড়ানো সম্ভব হবে। তাছাড়া আদর্শ আচরণ বিধি বার বার চালু করার ফলে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প স্থগিত রাখতে হয়, সেটাও এড়ানো সম্ভব হবে। তাছাড়া বারবার সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করার ফলে যে অতিরিক্ত খরচ হয় সেটাও এড়ানো সম্ভব। অর্থাৎ, ১৯৬৭ সাল অবধি যে নিয়ম দেশে চালু ছিল সেটাই নরেন্দ্র মোদীর সরকার আবার চালু করতে চায়।

মোট আঠারোটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিলটিতে বিলটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রস্তাবিত আইনটি ২০৩৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচন থেকে কার্যকর হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতে, এতে বিজেপির সুবিধা হবে। যদিও যে কোন

নির্বাচনী পদ্ধতিতেই কোন রাজনৈতিক দলের সুবিধা হতে পারে, বা কার হয়ত অসুবিধা। আবার পরবর্তীকালে অন্য দলেরও সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে খরচ কমবে, নির্বাচনী জটিলতাও কমবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ব্যবস্থাটি ১৯৬৭ সাল অবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল; সেটা কোন সরকার আইন করে নিষিদ্ধ করেনি, নানা কারণে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সেই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করলে আইনগত কোন বাঁধা থাকার কথা নয়, নেইও।

প্রস্তাবিত আইনটি সংসদে পাশ হলে সেটি ভারতের ২৮টি রাজ্য, আটটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অনেকে বলছেন, আইনটি পাশ করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই আইনটির ক্ষেত্রে তেমন কোন নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সংবিধানের কোথাও একথা বলা নেই। যাইহোক সম্প্রতি পাওয়া খবর অনুযায়ী, লোকসভার স্পিকার একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করেছেন ৩৯ জন সদস্যকে নিয়ে। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সাংসদেরা রয়েছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন বিজেপির লোকসভা সাংসদ শ্রী পিপি চৌধুরী। সদস্যদের মধ্যে ২৭ জন লোকসভা থেকে এবং ১২ জন রাজ্যসভা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এই কমিটি বিলটির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে পরবর্তী লোকসভা অধিবেশনে তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন। আমরা আশা করব, এই সংসদীয় যৌথ কমিটি নির্ধারিত সময়েই তাঁদের রিপোর্ট স্পিকারের কাছে পেশ করবেন এবং পরবর্তী লোকসভার অধিবেশনে বিলটি পেশ ও পাশ হয়ে আইনে পরিণত হবে। সেই আইন অনুযায়ী পরবর্তী লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকবে ২০৩৪ সাল থেকে। ততদিন দেশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে 'এক দেশ, এক ভোট' নীতি রূপায়িত হবার জন্য।

## ছবিতে খবর



শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে সশস্ত্র সীমা বলের ৬১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।



কলকাতায় সক্রিয় সদস্যতা অভিযান কর্মশালা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।



উত্তর কোলকাতা সাংগঠনিক জেলায় সদস্যতা অভিযানের বিশেষ বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।





বাংলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রেলওয়ে প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব-এর সঙ্গে দিল্লীর রেলভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন হলদিয়া বিধানসভার বিধায়িকা তাপসী মন্ডল।



দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চেক পোস্ট পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।



দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলায় সদস্যতা অভিযানের বিশেষ বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।



কলকাতার বিনানি ভবনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৪২তম রাজ্য সম্মেলনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে - রাষ্ট্রীয় সহ-সাংগঠন সম্পাদক শ্রী গোবিন্দ নায়েক মহাশয়, রাষ্ট্রীয় সভাপতি ড: রাজশরণ শাহী মহাশয়, দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি ড: পবিত্র দেবনাথ মহাশয়, রাজ্য সম্পাদক শ্রী অনিরুদ্ধ সরকার এবং পরিষদের পূর্ব কার্যকর্তাদের গৌরবময় উপস্থিতি।

## ছবিতে খবর



বাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলায় শালবনীর ভীমপুরে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের অনৈতিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মতলার রাণী রাসমণি এভিনিউতে সম্মিলিত হিন্দু মহাসমাবেশ।



বিজেপি তপশিলী মার্চার উদ্যোগে চৌরঙ্গী মন্ডলের শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, তমোল্ল ঘোষ, ডঃ সুদীপ দাস, তাপস রায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব।





বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং পশ্চিমবঙ্গে সনাতনীদেৱ রক্ষার্থে কলকাতায় শ্যামবাজার থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত সন্ত সমাজের পদযাত্রায় পা মেলালেন বিজেপি নেতারা।



হুগলি এবং আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সক্রিয় সদস্যতা অভিযান কর্মশালায় মহাশুর মিরূন চক্রবর্তী সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।



দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের নাট্য মন্দিরে 'বেঙ্গল থিয়েটার রেজুভেনেশন ফেস্টিভ্যাল'-এ ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

ভারত মাতার বীর সন্তান শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবসে কাঁথিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধার্ঘ।

## ছবিতে খবর



অজস্র মানুষের স্রোতে ভেসে যাওয়া শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে "লক্ষ কঠে গীতা পাঠ" অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কগণ।





সদস্যতা অভিযান উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বুথে বুথে গিয়ে বিশেষ সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ সভাপতি পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃত্বন্দ।



## বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষে ভারতের 'অটল' বিদেশনীতি

জয়ন্ত গুহ

বিকশিত ভারতের 'অটল' বিদেশনীতি বা সকলের সঙ্গে সমদূরত্বের কূটনীতিতে রাশিয়া-চিন-আমেরিকা-কাতার-সৌদি আরব-ইতালি-ইজরায়েল-আফ্রিকা-ইউরোপ-জাপানের সঙ্গে রয়েছে উত্তর কোরিয়াও কারও মুখাপেক্ষী বা আবেগতড়িত না হয়েও যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই করে দেখাচ্ছেন অটল বিহারী বাজপেয়ী জির সুযোগ্য শিষ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত কেন বাংলাদেশকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছে না? ওরা সীমান্তে ড্রোন ওড়াচ্ছে, আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? ভারতও ওড়াক ড্রোন। ও সব মিটিং ফিটিং-এ কিছু হবে না। চারিদিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। দিনের পর দিন ওখানে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হবে আর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ভারত! কেন এখনও চুপ করে বসে আছে নরেন্দ্র মোদী? ভারতের বায়ুসেনা ৩ মিনিটে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে বাংলাদেশকে। কেন করছে না? বাংলাদেশ তো পাকিস্তানের হাতে চলে যাচ্ছে। পাক জঙ্গিরা বাংলাদেশ হয়ে ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। এখন আক্রমণ না করলে কবে আর কি করবে নরেন্দ্র মোদী। মোদীই তো হিন্দুদের শেষ ভরসা!

এইসবই এখন আমরা রোজ শুনছি সংবাদ বা সমাজমাধ্যমে। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল দলের বড়-মেজ নেতা ও মুখপাত্রদের মুখো আসলে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নিগ্রহ-নির্যাতন নতুন কিছু নয়। মুসলিম তোষণ, সীমান্তে অবৈধ বাংলাদেশী (জঙ্গি এবং সাধারণ মুসলিম) অনুপ্রবেশে চোখ ঘুরিয়ে থাকা এবং মুসলিম মৌলবাদের আত্মফালনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে এরা জ্যেষ্ঠ শাসক, মানে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট এবং গত ১২ বছরে তৃণমূল শাসনে এ ঘটনা ঘটেছে বারবারো। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় ভারত সহ গোটা বিশ্বে যে নিন্দার ঝড় উঠেছে এবং পাকিস্তান ছাড়া কোনও শক্তিশালী মুসলিম দেশ

বাংলাদেশের পক্ষে না দাঁড়ানোয় 'পাল্টা বাজ' বাম-তৃণমূল এখন সবচেয়ে বেশী হিন্দু দরদী। সম্ভবত মোহন ভাগবত, নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে এখন 'বড় হিন্দু জাতীয়তাবাদী' বাম-কংগ্রেস ও 'মুখোশ পরা কংগ্রেস' তৃণমূল পার্টি।

মোদী কথা হচ্ছে, ভারত কেন ১৯৯৮ সালে অটল বিহারী এবং ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদী যে পেশীশক্তি দেখিয়েছিলেন তা আবার কেন দেখাচ্ছে না? আসলে পায়রা ওড়ানোর মত ড্রোন উড়িয়ে লক্ষ্যবিন্দু করতে চাইছে না ভারত। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারত নিয়ে যা হুমকি এসেছে তার ৭০ শতাংশ সরকারি স্তর থেকে আসেনি, এসেছে রাস্তা থেকে। যা নিয়ে বিশ্বের কোনও দেশের কোন বিদেশ মন্ত্রক



কখনও কোনও গুরুত্ব দেয়না। বিদেশনীতিতে আবেগের কোনও জায়গা নেই।

বিদেশনীতি অনেকটা দাবার চালের মত। ৪ নম্বর চালে পরিস্থিতি কি হতে পারে সেটা ভেবে বর্তমান মুভা উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতের নিবিড় বন্ধু মালদ্বীপ ২০২৪-এর গোড়ায় আচমকা তীব্র ভারত বিরোধিতা শুরু করে। তাতে কি ভারত তাঁদের আক্রমণ করেছে? বরং কাছে টেনে নিয়ে বুঝতে চেয়েছে সমস্যা আসলে কোথায়? আলোচনায় সমস্যা মিটে গেছে, মহম্মদ মুইজ্জু-র সঙ্গে আবারও টানটান সম্পর্ক ভারতেরা হয়ত একসময় কিছুটা হলেও চিনের দিকে ঝুঁকে ছিলেন প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু কিন্তু বর্তমানে ভারতই সেই দেশের সবচেয়ে বড় ট্রেড পার্টনার বা বানিজ্য সঙ্গী। ২০২৩ সালে দুই দেশের বানিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার।

এটাই ভারতের পররাষ্ট্র কূটনীতির 'অটল' দর্শন। মানে আমরা কখনও কাউকে আগে থেকে আক্রমণ করব না,

লাহোর বাসযাত্রায় আমাদের আপত্তি নেই মানে শত্রুকে মৈত্রীর বার্তা দেব – বড় খালা দেব – আপ্যায়নে তাঁর হৃদয় জিততে চাইব, ভারত তো যুদ্ধবাজ দেশ নয়, বসুন্ধেব কুটম্বকমের দেশ, গোটা পৃথিবী আমাদের পরিবার সূতরাং স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ যাই বলুক প্রয়োজনে তাঁরা চাল-গম-আলু চাইলে দেবে ভারত। কেননা দঃ এশিয়ায় মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় বানিজ্য সঙ্গী ভারতেরা চিনের পর দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতীয় পণ্যের বিশাল বাজার বাংলাদেশ। বর্তমানে দুই দেশের বানিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৪.০১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু পাশাপাশি তাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়েই হিন্দু নির্যাতনের নিন্দাও জানাবো। এটাই ভারতের 'সদা সর্বদা অটল' কূটনীতির মূলমন্ত্র।

শুধু মালদ্বীপ বা বাংলাদেশ নয়, একই

কূটনীতির চাল আমরা দেখেছি শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও। একসময় চিনের হাতের মুঠোয় থাকা শ্রীলঙ্কার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। ২০২২ সালে বাংলাদেশের মতই অবস্থা হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছুঁয়েছিল। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থনীতির পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল হয়েছিল যে, শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষের প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে। বিদ্যুতের খরচ বেড়ে গিয়েছিল প্রায় ২৭৫ শতাংশ। পড়শি দেশের এই বিপদের দিনে দেবদূতের মতো পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত।



রিও ডি জেনেইরোতে জি২০ শীর্ষ বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মোট ৪০০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা) অর্থসাহায্য গিয়েছিল দিল্লি থেকে। শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জও শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ায় ভারত। তাঁদের সুপারিশেই শ্রীলঙ্কাকে ঋণ দিতে রাজি হয় আইএমএফ। সেদিন ভারত শ্রীলঙ্কার জন্য যা করেছিল তার সুফল পাচ্ছে আজ। ভারত সফরে এসে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা দিশানায়েক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আশ্বাস দিয়েছেন, “শ্রীলঙ্কার মাটি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেব না”।

দুটো কথা শুধু এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, অনুরা দিশানায়েক কিন্তু শ্রীলঙ্কার বামপন্থী জোট 'ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার' (এনপিপি)-এর নেতা। ২০২৫-এর মাঝামাঝি ৬ দিনের সফরে যাচ্ছেন চিনা

দ্বিতীয়ত বাংলাদেশে অশান্তি চলাকালীন ওবামা-ক্লিনটন-বাইডেন (ডেমোক্রেট পার্টি)-দের 'আদরের ছেলে' ডোনাল্ড লু এসেছিল শ্রীলঙ্কা। কুখ্যাত ডোনাল্ড লু-কে আমেরিকা বারেবারে ব্যবহার করেছে কোনও দেশে গদি পালটে দিতে। ইউনুসের সঙ্গেও বাংলাদেশে গিয়ে দেখা করেছে ডোনাল্ড। সেই ডোনাল্ড লু নেপাল হয়ে আমেরিকায় ফিরে যেতেই ভারতে এসে বামপন্থী অনুরা দিশানায়েক বন্ধুত্বের বার্তা দিয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদীকে। অবশ্য তার আগে একটা মোক্ষম চাল ছিল ভারতের পক্ষ থেকে। সরকারীভাবে নয়, প্রেসিডেন্ট অনুরার সফরের আগেই গৌতম আদানি ঘোষণা করে দেন, মার্কিন সাহায্যে (৫৫৩

মিলিয়ন ডলার) তিনি যে বন্দর নির্মাণ করছিলেন শ্রীলঙ্কায় তার এক পয়সাও আমেরিকার কাছ থেকে তিনি নেবেন না। চিনকে ঠেকাতে এই বন্দর নির্মাণে আমেরিকা আদানি গৌতমের সঙ্গে চুক্তি করেছিল এবং বন্দর নিয়ে আদানির সাম্প্রতিক ঘোষণার সময় শ্রীলঙ্কা সফরে ডোনাল্ড লু প্রেসিডেন্ট অনুরার সফর শেষ

হতেই চিন সফরে যান ভারতের ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাডভাইজার অজিত দোভালা।

এটাই বিকশিত ভারতের 'অটল' বিদেশনীতি। এটাই আধুনিক ভারত বা নরেন্দ্র মোদী সরকারের মাল্টি বা অল অ্যালায়েন্স কূটনীতি। মানে সকলের সঙ্গে সমদূরত্বের নীতি। ভারতের বিকাশে যে পাশে আছে, ভারতও তার পাশে আছে। সমদূরত্বের এই কূটনীতিতে রাশিয়া-চিন-আমেরিকা-কাতার-সৌদি আরব-ইতালি-ইজরায়েল-আফ্রিকা-ইউরোপ-জাপানের সঙ্গে রয়েছে উত্তর কোরিয়াও। কারও মুখাপেক্ষী বা আবেগতড়িত না হয়েও যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই করে দেখাচ্ছেন অটল বিহারী বাজপেয়ী জির সুযোগ্য শিষ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



# বাংলা - দ্বেষ

কোন পথে ভারতের কূটনীতি ও সমরনীতি?

অনিকেত মহাপাত্র

কোনও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ বলতেই পারেন ভারত তার নিজের স্বার্থেই বাংলাদেশ তৈরি করেছিল। যদি তাই-ই হত তবে আজকের এই বাংলাদেশ কেন? ভারত তাহলে ১৯৭১ -এ বাংলাদেশকে ডি-মিলিটারাইজ করত আর বাধ্য করত মুজিবকে বাংলাদেশের মধ্যে থাকা 'ইসলামিক রেডিক্যাল এলিমেন্ট'গুলোকে ধ্বংস করতো কিন্তু তা তো হয়নি বাস্তবে!

বাংলাদেশ এবং তার বর্তমান পরিস্থিতির সূত্র লুকিয়ে আছে ১৯৪৬-৪৭-এ। তাই সমাধান খুঁজতে টাইম মেশিনে চড়ে ওই সময়েই যেতে হবো মানচিত্র বদলে বদলে যায়। মানচিত্রও আজকাল পদ্মপাতায় জলের মতো। সিরিয়া দেশটা উবে যাবার দশা। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। এই আছে বাংলাদেশ; এই দেখলেন নেই। ভারত আজও হিন্দু রাষ্ট্র বলে হয়নি; অবশ্য ঘোষণায় কী যায় আসে! আসল বিষয় হল সেটি কতটা হিন্দুর স্বার্থরক্ষা করছে। তবে জনবিন্যাসের বিষয়টির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। তাকে কতটা হিন্দু-অনুকূল করে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করাটাও কাজের মধ্যে পড়ে। ভারতের এই কথা আপাতত থাক। বাংলাদেশ থেকেও একটা অংশ ভেঙে হতে পারে হিন্দুভূমি। বিদেশনীতি ও

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির মতো চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজক বিষয় আর আছে কী!

“যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে” —এই প্রবাদ তো সবারই জানা। যুদ্ধের বেশ খানিকটা প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে। তবুও শ্রীকৃষ্ণের মনে হল একটি চেষ্টা করা উচিত; সর্বশেষ! চললেন দৌত্য করতে নিজেই। পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য মাত্র পঞ্চগ্রাম দিলেই হবে। যাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করে গেছেন। তাঁরা পাঁচটি গ্রাম পেলেই সন্তুষ্ট লড়াই নিশ্চয়োজন! না, কৌরবপক্ষ অর্থাৎ রাজা দুর্যোধন এই প্রস্তাব মানেন নি। তিনি লড়াই চান। বরং কূটনৈতিক প্রথা ভেঙে চাইলেন দূত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করতে। তাঁকে কে আর কবে বাঁধতে পেরেছে।

সে যাই হোক! এই প্রচেষ্টার পর শুরু হয় মহাভারতের যুদ্ধ। রক্তক্ষয়, লোকক্ষয়, ধ্বংস তার উপজাত দ্রব্য। ভারতের বিদেশ

সচিব শ্রী বিক্রম মিশ্র বাংলাদেশে গেছেন এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ও বিদেশ উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছেন। ভাবা হচ্ছিল এর পর হয়তো পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটে নি।

'মেটিকুলাসলি ডিজাইনড' এই তথাকথিত বিপ্লব করা হয়েছে হিন্দু বিদ্বেষ তথা ভারত-বিদ্বেষ থেকে। গাজয়াত-উল-হিন্দ হল এর মূল প্রেরণা। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিশোধস্পৃহা এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই. এস. আই.-এর দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কাজ করে যাওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই আপাত অনামা 'গোরা' শক্তির কলকাতা নাড়া। একটি 'খ্রিস্টান রাষ্ট্র' তৈরি করতে চায় তারা। তবে পাওয়া যাবে সুনিশ্চিত ভিত্তি; পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ।

পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানে। ভারত



অনেক প্রচেষ্টা, অর্থ, সৈন্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষা নিযুক্ত করেছিল বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য। তারপরও অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে বাংলাদেশের জন্য। কোনও কোনও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কিংবা বাংলাদেশের কোনও নাগরিক বলতেই পারেন ভারত তার নিজের স্বার্থেই বাংলাদেশ তৈরি করেছিল। যদি তাই-ই হত তবে আজকের এই বাংলাদেশ কেন? ভারত তাহলে ১৯৭১-এ বাংলাদেশকে ডি-মিলিটারাইজ করত এবং তার সামরিক ও বিদেশনৈতিক দায়ভার বর্তাত ভারতের ওপর। আর বাধ্য করত মুজিবকে বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ইসলামিক রেডিক্যাল এলিমেন্টগুলোকে ধ্বংস করতে। কিন্তু দেখা গেছে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভেতর সেই অর্থে কোনও পরিবর্তন আসেনি। তাঁর পরবর্তী সময়ে দেশটি আরও গোঁড়া হয়েছে। সরকারি মাদ্রাসা এবং বেসরকারি অর্থাৎ খারিজি মাদ্রাসা ব্যাণ্ডের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছে টাকা; গড়ে উঠেছে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, সংগঠন; তৈরি হয়েছে হিন্দু তথা ভারত ধ্বংসের নীল নকশা। বাংলাদেশের বর্তমান মানসিকতা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের চেয়েও আরও গোঁড়া এবং ধ্বংসকারী। তাদের মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে যে রাম, শ্যাম, যদু, মধু তাদের পূর্বপুরুষ নয়। তাদের পূর্বপুরুষ হল অটোমান তুর্কিরা। তারাও চায় বখতিয়ারের তালেব হতে। ছুটিয়ে দিতে ঘোড়া, কাফের ধ্বংসের জন্য।

জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা, চেয়ারম্যান-জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটি আসছেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে এই প্রথম কোনও পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা অফিসিয়াল ভিজিটে আসছেন। তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে আসা সেনাদল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে লড়ার জন্য। কাদের সঙ্গে লড়াই?

বাংলাদেশের একটি অংশ প্রাণপণে একটা যুদ্ধ চাইছে, চাইছে ফিরে পেতে

কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ডও চাইছে। গড়ে উঠবে কাংলাস্তান। খোয়াবনামা থেকে তাদের অযুত খোয়াবের অর্থ করে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। লড়াই তাদের দরকার। তাই জামাত-হিজবুত-বি.এন.পি – বামাতি ও জেহাদি ইউনুস; এই পঞ্চভূজ ক্ষমতা দখলের পর থেকে বহুভাবে ভারতকে উত্থাপন করেছে। যাতে ভারত ক্রুদ্ধ হয়, নেমে পড়ে 'প্রেস্টিজ' ওয়ারে। ঠিক যেমনটা নামানো গেছিল রাশিয়াকে ইউক্রেনে যার থেকে রাশিয়া এখনও বেরোতে পারেনি। চিনের পেছনে ভারত, ভারতের পেছনে পাকিস্তান, পাকিস্তানের পেছনে আফগানিস্তান। শুধু পাকিস্তানকে দিয়ে ভারতকে টেক্কা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশকে এই সরলরেখায় আনা হল। এটি হল একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। অনেক শান্তিতে নোবেল এবং খ্যাতিমান ব্যক্তি এই অশান্তি পাকানোর মূলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশের যে চিন্তন ও কর্ম-প্রবণতা তা ধ্বংসাত্মক। চিনের সঙ্গে এখানেই তাদের মূল পার্থক্য। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিরা জিনগতভাবে আমাদের সমপর্যায়ভুক্ত কিন্তু তাদের চিন্তন ও চর্চা আমাদের মেরুরা তাই চিন সীমান্তে একটাও গুলি বিনিময় হয় না, হয় ক্লাব বা পাড়া স্তরের লাঠালি। অথচ চিনের অর্থ এবং অস্ত্রের কোনও অভাব নেই। আর ভারতের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী হল চিন। আসলে চিনের সঙ্গে আমাদের সত্যতা-সাংস্কৃতিক কোনও বিরোধ নেই। আছে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিরোধ। আরও স্পষ্ট করে বললে ভারতের সঙ্গে বিরোধ চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ চিনা জনগণের সঙ্গে কোনও বিরোধ ভারতের ছিল না। দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় থেকে জনগণের বেশ কিছুটা মগজ ধোলাই করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে বিশ্বাস ও জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত তা হিন্দু বা কাফের বিদ্রোহের ওপর দাঁড়িয়ে। সেখানে ক্ষমতা যতটুকু থাক খোয়াবের কোনও কমতি নেই

। যদি জামাতের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকত তাহলে তা ছুঁড়ে মারতে দ্বিধা করত না। বিষাক্ত সাপের দৈর্ঘ্য যা-ই থাক তা ক্ষতিকর, প্রাণঘাতী এবং তার উপযুক্ত প্রতিবিধান প্রয়োজন।

সময় বলবান। বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান একটু সময় নিয়ে করতে হবে। আগে আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নিক। তার আগে অবধি আরাকান আর্মি সামলাক। জুন্টার সঙ্গে একটা ব্যবস্থাপনায় আসা যেতে পারে। এই পর্যায়ে তারা কোনওভাবে আরাকান আর্মিকে বাধা দেবে না বাংলাদেশের দিকে অগ্রগতির ব্যাপারে। শুধু তাই নয় কুর্কি-সমস্যারও প্রয়োগগত কিছু সমাধান তারা করতে পারবে। জুন্টার সীমা আর আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল আলাদা হলেই হল।

বিশুদ্ধ হিন্দুভূমির দাবি বাংলাদেশের হিন্দুদের অনেকদিনের। ঈশ্বর-কৃত এক 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' আমাদের সামনে বারবার ভেসে ওঠে। ইসরাইলের ওপর হামাস আক্রমণ করল। হত্যা ও পণবন্দি করল অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে। ফলাফল কী দাঁড়াল? হামাস এবং হিজবুল্লা প্রায় ধ্বংসের পথে। ইরানের জোব্বা ধরে ইসরাইল টানাটানি করতে শুরু করেছে। আর কী হল? নাটকীয়ভাবে সিরিয়ায় পট-পরিবর্তন হল। সব শেষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে ইসরাইল দেশটির আয়তন অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। এই তথাকথিত মৌলবাদী বিপ্লব এবং 'শান্তিতে নোবেল' জেহাদি ইউনুস ভারতের সামনে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। তবে এই পর্বে পাকিস্তান ব্যস্ত থাক আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান আর ওয়াজিরিস্তান নিয়ে। ইরান তার পাকিস্তান সীমান্তে আর একটু নড়েচড়ে বসলে বৃত্তটি পূর্ণতা পায়। তাহলে প্রশিক্ষণ দিতে বাংলাদেশ আসার আর ফুরসত মিলবে না জেনারেল মির্জার। আর যে কথা দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান আলাদা কিছু নয়। শেকড় রয়েছে সেই অভিশপ্ত ৪৬-এ। ফলে এই রোগের চিকিৎসাও হবে যুগপৎ।



# বিপদের আরেক নাম বাংলাদেশ

দিব্যেন্দু দালাল

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এখানে সহজেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট তৈরী করে ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া এবং দঃ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে অতি বিপজ্জনক জঙ্গি ধরা পড়ার ঘটনা অনুপ্রবেশের এই ভয়ঙ্কর পরিণতির ছবিটা তুলে ধরছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ এখন ভারতের বন্ধু নয়! বিপদ বা আপদ।

এ অগাস্টের পর থেকে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের পট পরিবর্তনের যে খেলা চলছে সেটা যে আদতে ভারতকে বিপদে ফেলার জন্য তা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই পট পরিবর্তনের নেপথ্যে যে শক্তি কাজ করছে সেই শক্তির গভীরতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ভারতের সাধারণ মানুষ কতটা অবগত আছে তা সন্দেহাতীত নয়।

মহম্মদ ইউনুস যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বে আসেন তখন ভারতের ভিতর থেকে একটা বড় অংশের মানুষ, যার মধ্যে সংবাদ মাধ্যমও ছিল, অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ইউনুসের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ডকে স্বৈরাচারী অভিহিত করে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকে যুক্তিযুক্ত করা থেকে শুরু করে ভারতেও এমন অভ্যুত্থানের আশা করে সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখি করতে থাকেন যোগেন্দ্র যাদবের মত আর্বান নকশালেরা। ভারতের কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এমনই এক গণ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হয়তো চলছিল এবং বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানকে গৌরবান্বিত করার মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এমন একটি মডেলকে অনুসরণ করার একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য দেওয়া চলছিল।

'স্বৈরাচারী' মোদী সরকারের পতন হবে এই পথে - এমনই এক স্বপ্ন দেখানো শুরু হয়েছিল। কিন্তু সব রোমান্টিকতার অবসান হতে শুরু করলো যখন প্রতিবেশী দেশ থেকে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত ঘটে যাওয়া পৈশাচিক বর্বরতার হৃদয় বিদারক খবর আসতে শুরু করলো।

ক্রমশই প্রকাশ হতে শুরু করলো ক্ষমতার অলিন্দে আগত অরাজকতান্ত্রিক এই সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করার মুখোশের আড়ালে আসল পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তৈরী করা। পাকিস্তানপন্থী রাজাকার,

জেহাদি গোষ্ঠীকে খোলা ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে এই সরকার। একের পর এক সন্ত্রাসবাদীকে জেল থেকে মুক্ত করে চলেছে, তাদের মধ্যে অনেকে ভারতের অভ্যন্তরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে ভারতে নাশকতা করার জন্য প্রকাশ্যে আবেদন জানিয়েছে। বাংলাদেশের রাস্তায় ভারত ও হিন্দু বিরোধী স্লোগান তুলে মিছিল বেরিয়েছে।

পাশাপাশি '৭১ -এর পরে এই প্রথম পাকিস্তানী জাহাজ বাংলাদেশে নোঙর ফেলতে শুরু করেছে। এই জাহাজে করে অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে এমনটাও সন্দেহ করা হচ্ছে। কায়রোতে মহম্মদ ইউনুস ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সাক্ষাতের পর দ্বিতীয় পাকিস্তানী জাহাজ এক হাজারেরও বেশী কন্টেনার নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। পণ্য রপ্তানির আড়ালে এই কন্টেনার যে অস্ত্র সরবরাহ করছে এই সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। বিশেষ করে যখন চট্টগ্রাম থেকে অস্ত্র উত্তর পূর্ব ভারতের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে সরবরাহের প্রচেষ্টার পুরনো ইতিহাস আছে তখন এই সন্দেহ অমূলক নয়। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বিএনপি-জামাত সরকারের কিছু সদস্য এবং ওই সময়ে বাংলাদেশে থাকা উলফা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নেতা পরেশ বড়ুয়ার যৌথ ষড়যন্ত্রে ১০টি ট্রাকে করে অবৈধ অস্ত্র চট্টগ্রাম থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের উলফা ও অন্য জঙ্গি গোষ্ঠী ছাড়াও লস্কর-এ-তৈবার হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থা।

২০২২ সালে শেখ হাসিনা চিনে তৈরী পাকিস্তানের যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস তৈমুরকে চট্টগ্রামে ঢুকতে দেননি। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্বের নিবিড় সম্পর্ক গড়তে চলেছে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার। তাই ক্রমাগত মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বকে নস্যাৎ করছে আর মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করে চলেছে। তাই বাংলাদেশ ক্রমেই যেন পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা অফিসাররা চারদিনে



কলকাতা ও অসম দখল করে নেওয়ার ছমকি দিয়েছে প্রকাশ্যে। ভারতের সঙ্গে সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের যদিও কোন তুলনা হয় না তথাপি, এই কথার গুরুত্ব নস্যাত্ করা যায় না। একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে পাকিস্তানপন্থীরা এক সময় দেশ ভাগের ব্যবস্থা করেছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এখনও এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের মধ্যেই তারা পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে। ভারত বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত দিয়ে সুপরিচালিত অনুপ্রবেশ ঘটচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। এই অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা বাম আমল থেকেই ঘটে যাচ্ছে, অথচ ভোটব্যাঙ্কের তীব্র লালসা তথাকথিত 'সেকুলার' রাজনৈতিক দলগুলিকে এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে আটকেছে। অনুপ্রবেশকে বন্ধ করতে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগকে নানা ভাবে রাজ্য সরকার অসহযোগীতা করেছে, ফলে বিএসএফের জন্য বা কাঁটাতারের বেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা যায় নি। ভোটব্যাঙ্কের নোংরা রাজনীতির ফলে অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এখানে সহজেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট তৈরী করে ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে ভয়ঙ্কর জঙ্গিরাও এসে পড়ছে। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া এবং দঃ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে অতি বিপজ্জনক জঙ্গি ধরা পড়ার ঘটনা অনুপ্রবেশের এই ভয়ঙ্কর পরিণতির ছবিটা তুলে ধরছে। সুতরাং ভারত বিরোধী শক্তি এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে যে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে তা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর অনবরত ও অবাধ নিপীড়ন চলছে। ইস্কনের প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ মহারাজকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গত একমাস যাবত কোন আইনী সহায়তা ছাড়া জেলবন্দী করে রাখা হয়েছে।

গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে বাংলা, অসম, ত্রিপুরা-সহ ভারতের কিছু অংশ নিয়ে একটি মানচিত্রের ছবি পোস্ট করেন ইউনুসের সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমা। এই মাহফুজকে একবার বিপ্লবের মাথা বলেও প্রশংসা করেছিলেন ইউনুস। শুধু সরকারের উপদেষ্টাই নন, ইউনুসের বেশ পছন্দের মাহফুজ। সম্প্রতি সেই মাহফুজ তাঁর ফেসবুক পোস্টে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ভারতের পয়েন্ট করা ওই অংশগুলি আসলে বাংলাদেশের। যদিও এমন হাস্যকর পোস্ট ঘিরে শুধু হাস্যহাসিই চলেনি, দানা বাধে প্রবল বিতর্ক। চাপের মুখে সেই পোস্ট সরাসরি বাধ্য হন তিনি। সেই পোস্টের কড়া জবাব দিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশকে আলটপকা কথাবার্তা থেকে বিরত

থাকার বার্তা দিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের হুঁশিয়ারি, জনসমক্ষে কথা বলার আগে স্থান-কাল-পাত্র যেন মাথায় থাকে। ভাষানিয়ে সংযত হোন।

ডিসেম্বরের শুরুতেই ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি ঢাকায় যান। হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রথমবার দুই দেশের বিদেশ সচিবের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। মিশ্রি এই সফরে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, নয়াদিল্লি সবসময়ই ঢাকার সঙ্গে সদর্থক সম্পর্কে বিশ্বাসী এবং সেই সম্পর্কের বুনয়াদ হল, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, সম্মান এবং পারস্পরিক দায়িত্বজ্ঞান। কিন্তু বারবার বিএনপি নেতা কিংবা বাংলাদেশের একটা অংশ তা ভুলে নানা রকম মন্তব্য করছেন। নানা কার্যকলাপে উস্কানি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। মানচিত্র-বিতর্ক সেই উস্কানিতেই ঘি ঢেলেছে মৌলবাদেদের। ভারত এ ধরনের কার্যকলাপ একেবারেই ভালো ভাবে দেখছেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভারতে কূটনৈতিক চিঠি (নোট ভার্বাল) পাঠিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। আপাতত দিল্লি থেকে এ বিষয়ে



ভারত কড়া হুঁশিয়ারি দিতেই এই পোস্ট ডিলিট করে দেয় ইউনুসের 'ছায়া সঙ্গী'।

উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে চাইছে মুহাম্মদ ইউনুসের প্রশাসন। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মুহাম্মদ রফিকুল আলম। বস্তুত বাংলাদেশে যে সরকার চলছে সেটি আদতে ডিপ স্টেটের পরিচালিত একটি কাঠের পুতুল মাত্র। এই মুহূর্তে ডিপ স্টেট চায় যে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হোক যাতে ২০শে জানুয়ারী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার ক্ষমতায় এলে তাদের

সামনে সমস্যা তৈরী হয়। তাই যেন তেন প্রকারেণ তারা ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে দিতে বধ্যপরিচর। ভারতকে এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

এর মধ্যেই চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী রাখাইন প্রদেশ আরাকান আর্মির দখলে চলে গেছে এবং সেখান থেকে আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের উপর আক্রমণ হানছে। এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে নতুন করে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে। চট্টগ্রামে বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠীর ট্রেনিং ক্যাম্পের অস্তিত্বের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সব জায়গা থেকে পাকিস্তানের থেকে আমদানিকৃত অস্ত্র ও জঙ্গি সমেত ভারতের মাটিতে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ভারতের কাছে একটি বড় বিপদ ছাড়া আর কিছুই নয়।



ভারত বিরোধী কোনো শক্তিকে শ্রীলঙ্কার মাটি ব্যবহার করতে দেব না  
**মোদীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রেসিডেন্ট অনুরা**

গত দু'বছর বিভিন্ন সময়  
শ্রীলঙ্কায় চিনা গুপ্তচর  
জাহাজের আগমনে উদ্বেগ  
বেড়েছে ভারতের

এই আবহে দিল্লি এসে  
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে মোদীর  
সঙ্গে বৈঠক করেন শ্রীলঙ্কার  
প্রেসিডেন্ট অনুরা দিশানায়েক

## এটাই ৫৬ ইঞ্চি

বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশগুলি এখন চিন্তিত  
ভারতের কূটনীতির মহাশক্তি নিয়ে





# চতুরঙ্গে জগতসেরা ভারত

কাসপারভকে পিছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন সোনার ছেলে গুকেশ

## অভিরূপ ঘোষ

এ বছরের মে মাস পর্যন্ত ১১ জন গ্র্যান্ড মাস্টার তৈরি হয়েছে আমাদের রাজ্যে কিন্তু বর্তমান তৃণমূল বা পূর্বতন বাম সরকারের অসহযোগিতার কারণে অসম্ভব প্রতিমাময় কিছু বাঙালির কপালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বা চেস অলিম্পিয়াডের পদক অধরাই থেকে গেছে।

ডোম্ভারাজু গুকেশ দাবার নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এটা কোন নতুন খবর নয়। এর আগে ভারতেরই বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। বিশ্বনাথন আনন্দ ভারতীয় দাবার আকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। গুকেশ সেখানে নতুন। বয়স মাত্র আঠেরো। কিন্তু একটা 'ছোট্ট' বিষয়ে টিনএজার গুকেশ পিছনে ফেলে দিয়েছেন আনন্দ সাহেবের মত এক মহিরহকো। গুকেশ আজ শুধু বিশ্বচ্যাম্পিয়নই নয়, সে দাবার ইতিহাসে কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। এর আগে প্রবাদপ্রতিম গ্যারি কাসপারোভ ছিলেন কনিষ্ঠতম। ১৯৮৫ সালে তিনি যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন তখন তাঁর বয়স ২২। অর্থাৎ আজকের দিনে গুকেশ শুধু কাসপারোভ স্যারকে পিছনে ফেলেছে তাই নয়, যথেষ্ট বড় ব্যবধানে কনিষ্ঠতম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের সোনার ছেলে।

গুকেশের এই কৃতিত্ব যদি পাঠকের মনে গর্বের অনুভূতি দেয় তবে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা আম ভারতীয়কে অবাক করতে বাধ্য জানা যাচ্ছে আজ থেকে সাড়ে ছ'বছর আগে সংবাদমাধ্যমে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিল গুকেশ। সাংবাদিক সেখানে জানতে চায় ওর জীবনের লক্ষ্য কী? এক সেকেন্ডও ইতস্তত না করে ভারতের সোনার ছেলে সেদিন জানিয়ে দিয়েছিল সে বিশ্বের ইতিহাসের কনিষ্ঠতম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে চায়। ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে যাদের কোনো ধারণা নেই তারা সেদিন রাতে রীতিমতো হাসি ঠাট্টা করেছিল একথা। কিন্তু আজ এটাই বাস্তব যে গুকেশ তার লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে। আজ এটাই বাস্তব যে একটা ১২ বছরের ছেলে শুধু গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার নয়, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নয়, কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

হওয়ার স্বপ্নটুকু দেখতে পারে এদেশে।

আসলে স্বপ্ন দেখার এই সাহসগুলো মানুষ পায় নিজের কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি কিছুটা পরিবেশ এবং কিছুটা পরিকাঠামো থেকে। একটা সময় যখন দেশে ক্রিকেট পরিকাঠামো ভালো ছিল না তখন খুব বড় বড় প্লেয়াররাও খুব বেশি হলে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখতে পারতেন। কিন্তু আজ ক্রিকেট খেলা শুরু করা একটা বাচ্চা ছেলে বা মেয়েও দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার আর সাথে অনেক অনেক রেকর্ড করা স্বপ্ন দেখতে পারে। একই কথা খাতে অলিম্পিক বা প্যারাঅলিম্পিকের ক্ষেত্রেও। যেখানে একটা সময় দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটাই বড় বিষয় ছিল সেখানে আজকে দেশের হয়ে মেডেল জিতে আসার স্বপ্ন দেখে খেলোয়াড়েরা স্বাভাবিকভাবেই দাবাও এর ব্যতিক্রম নয়। আজ থেকে দশ-পনেরো বা

কুড়ি বছর আগেও বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয় সবেদন নীলমণি ছিলেন শুধু একজন - বিশ্বনাথন আনন্দ। আর আজ র্মাঙ্কিংয়ের হিসাবে আনন্দ সাহেবকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন তাঁর শিষ্য গুণেশ। পাঠক শুনলে অবাক হবেন যে আজকের দিনে ভারত থেকে এত এত প্রতিভা বেরিয়ে আসছে যে ওয়ার্ল্ড র্মাঙ্কিংয়ের হিসাবে গুণেশ এখনো ভারতের নাম্বার ওয়ান খেলোয়াড় নয়। এমনকি গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়া গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞানন্দ রমেশবাবুও দেশের এক নাম্বার নয়। শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীজির পুণ্য জন্মদিনে যখন এই লেখা লিখছি সেদিনের হিসেবে বিশ্বক্রমতালিকায় গুণেশ আছে পাঁচ নাম্বার। আর চার নাম্বারে ওপর এক ভারতীয় অর্জুন এরিগেসি। অর্থাৎ ভারতীয় দাবার ইতিহাসে আজ শুধু একটা নয়, অনেক সূর্য। আর কিছুদিন সেটারই প্রমাণ বহন করে আনে দাবার অলিম্পিয়াড।

দাবা অলিম্পিয়াড খুব প্রাচীন একটা খেলা। বলা হয় দাবার জগতে সব থেকে বড় টিম গেম এটাই। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। সাধারণত দুটো সেকশনে হয় এই টুর্নামেন্ট - মেয়েদের বিভাগ এবং ওপেন বিভাগ। (যেখানে মূলত ছেলেরাই অংশ নেয়)। প্রতিটা বিভাগে পাঁচটা করে বোর্ডে হয় খেলা। সম্মিলিত পয়েন্টের বিচারে গোল্ড, সিলভার এবং ব্রোঞ্জ মেডেল দেওয়া হয় তিনটে দেশকে। অর্থাৎ কোন দেশ সামগ্রিক বিচারে খুব ভালো না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে দু-একজন ভালো খেলোয়াড় নিয়ে অংশগ্রহণ করলেও তাদের পক্ষে মেডেল জিতে আসা খুব কঠিন। যেমন নরওয়ে। নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নাম্বার খেলোয়াড়। ক্রমতালিকার হিসাবে বলা হয় দাবা ইতিহাসে সর্বকালের সেরা তিনিই। কিন্তু ম্যাগনাসের দেশ নরওয়ে দাবা অলিম্পিয়াডে কোন মেডেলই পায় না। বাকি খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায়। মোদা কথা হল দাবা অলিম্পিয়াডের ফলাফল কোন একটা

দেশের সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরে। এবং মোটামুটি বিশ্বের সব দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ায় তুল্যমূল্য বিচার অনেকটা সঠিকভাবে করা যায়।

এবছর হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হয়েছিল চেস অলিম্পিয়াড। মহিলা বিভাগে ১৮১ টি দেশের ১৮৩ টি দল এবং ওপেন বিভাগে ১৯৫টি দেশের ১৯৭টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। এতো ভারতের হয়ে গুণেশ, প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন ছাড়াও ভিডিট গুজরাটি আর পেন্টালাল হরিকৃষ্ণ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ওপেন বিভাগে। মেয়েদের বিভাগে দেশের হয়ে পাঁচটি বোর্ডে খেলতে নামেন হরিকা, বৈশালী (প্রজ্ঞানন্দের বোন), দিব্যা, ভাস্তিকা এবং তানিয়া।

দেশের জন্য অসম্ভব গর্বের কথা এই যে মহিলা এবং ওপেন দুটি বিভাগেই এবারে সোনা জিতেছে ভারত। অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে এই প্রথমবার। ওপেন বিভাগে পাঁচটি বোর্ডের মধ্যে এক নাম্বার বোর্ডে গুণেশ আর তিন নাম্বার বোর্ডে অর্জুনের হাত ধরে সোনা জেতে ভারত। ভারতের মত অন্য কোন দেশের দুজন একসাথে দুটো বোর্ডে সোনা জিতে পারেনি। এবারো সম্মিলিত ফলাফলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আমেরিকার থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আমাদের দেশ। প্রায় একতরফাভাবে। প্রায় একই রকম ফলাফল হয় মহিলা বিভাগেও। তিন নাম্বার বোর্ডে দিব্যা দেশমুখ আর চার নাম্বার ভাস্তিকা আগারওয়াল সোনা যেতে ভারতের হয়ে। ওপেন বিভাগের মতো এখানেও ভারতের মত অন্য কোন দেশের দুজন প্রতিনিধি একসঙ্গে সোনা জিতে পারেনি। দেশের জন্য আরও গর্বের কথা ওপেন এবং মহিলা বিভাগ মিলিয়ে যে দেশ সবথেকে ভালো পারফর্ম করে সেই জাতির প্রাপ্য গ্র্যান্ডমাস্টার বেলি কাপও জিতেছি আমরা।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো একশ বছরের দাবার ইতিহাসে ওপেন বিভাগে এই প্রথমবার (অনলাইন বাদ দিলে) সোনা জিতল ভারত। এর আগে ২০২২ সালে ওপেন বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। এছাড়া কোভিডের সময় ভারুয়াল মোডে

অনলাইনে ভারত একবার সোনা (রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে) আর একবার ব্রোঞ্জ জেতে আমাদের দেশ। তার আগে অন্দি মেডেলের প্রেক্ষিতে ভারতের হাত ছিল শূন্য। গ্র্যান্ডমাস্টার বেলি কাপও পরপর ২০২২ আর ২০২৪ সালে পেলো ভারত। তার আগে কখনও পায়নি মহিলা বিভাগেও ২০২২ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। আর এ বছর জিতলো সোনা। এর আগে অন্দি ভারতের পদকসংখ্যা ছিল শূন্য।

অর্থাৎ একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে বর্তমান সরকারের আমলে বাকি অনেক খেলার মত দাবাতেও অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে ভারত। পরিকাঠামো এবং ক্রীড়া সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতি ছাড়া এ সাফল্য অসম্ভব ছিল। লক্ষ্যমূল্য বিষয় হল পূর্বতন সরকারগুলির আমলে কবে দল যেত আর কবে আসতো সে কথা কেউ জানতেই পারতো না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকেই অলিম্পিক, প্যারাঅলিম্পিক, চেস অলিম্পিয়াড সমেত প্রতিটা টুর্নামেন্ট হওয়ার আগে এবং পরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন। তাদেরকে উৎসাহিত করেন। তাদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে কড়া নজর রাখে সরকার। এমনটা নয় আগে প্রতিভার অভাব ছিল এদেশে। সব খেলাতেই ভালো খেলোয়াড় সব সময়ই ছিল ভারতে। বর্তমান কেন্দ্র সরকার শুধু তাদের উপযুক্ত পরিকাঠামো দিয়ে এবং সার্বিক সহযোগিতা করে এগিয়ে আসার রাস্তা প্রশস্ত করেছে। মাত্রা বলাই বাহুল্য এটাই সরকারের কাজ এবং দায়িত্ব। যেগুলি পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার করিনি।

রইল বাকি পশ্চিমবঙ্গের কথা। এ বছরের মে মাস পর্যন্ত ১১ জন গ্র্যান্ড মাস্টার তৈরি হয়েছে আমাদের রাজ্যে। প্রতিভার বিচারে তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বমানের। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান তৃণমূল বা পূর্বতন বাম সরকারের আমলে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পাননি তাঁরা। ফলে অসম্ভব প্রতিমাময় কিছু বাঙালির কপালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বা চেস অলিম্পিয়াডের পদক অধরাই থেকে গেছে।





# কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে ৪২ জোড়া 'স্পেশাল ট্রেন' চালাবে পূর্ব রেল

- ১২ বছরে একবার এই তিথি আসে, তাই এবার এই মেলায় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি
- তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে তৎপর ভারতীয় রেল
- হাওড়া-টুন্ডলা, হাওড়া-ভিভি এবং মালদা টাউন-প্রয়াগরাজ রামবাগ রুটে চলবে ট্রেনগুলি
- বিশেষ এই পরিষেবায় তৈরি হবে বাড়তি ৭৭ হাজার ৫০০ পার্থ

নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক  
ভ্রমণের সুযোগ মিলবে তীর্থযাত্রীদের

# ফেক নিউজ

## গুকেশকে নিয়েও ফেক নিউজ?

খুব সম্প্রতি ডোম্নারাজু গুকেশ বিশ্বকাপে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই মহান কৃতিত্বের ফল স্বরূপ পুরস্কার অর্থ মূল্য হিসেবে প্রায় ১১ কোটি টাকা পেয়েছে ভারতের সোনার ছেলে। এছাড়াও



বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান থেকেও অর্থমূল্য পেয়েছে সে। এদিকে গুকেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সাথে সাথে রটে যায় যে জেতা অর্থমূল্যের থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা তাকে দিতে হবে ট্যাক্স হিসাব। বলা হয় ভারতে প্রযোজ্য ট্যাক্স স্ল্যাবগুলির থেকে এই পরিমাণ অনেক বেশি। ভারতের বিভিন্ন প্রথম সারির মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এই খবর।

## আসল খবরঃ

পরে আবার বিভিন্ন মিডিয়া দাবি করে যে বেশ কিছু সাংসদের অনুরোধ রেখে অর্থমন্ত্রী এই ট্যাক্স ছাড় ছাড় দিয়েছেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নকে। অর্থাৎ এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে অত্যধিক ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এসেছিল তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। যদিও এখনো পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রকের তরফ থেকে কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি তবে জানা যাচ্ছে জেতা অর্থ মূল্যে কোনরকম ট্যাক্স দিতে হবে না বা দিতে হলেও তা খুব সামান্য এবং শুধু নিয়মরক্ষার জন্য।

## গুলবাজ দিব্যা কুমারী

দিব্যা কুমারী। ফেক নিউজ জগতের অন্যতম বড় তারকা বা বলা ভালো খলনায়িকা। বিভিন্নভাবে মোদী সরকার এবং বিজেপিকে বদনাম করার জন্য ফেক নিউজের একটা বড়সড়ো ফ্যাক্টরি তার

অধীনে চলে। পুরোটাই হয় মূলত কংগ্রেস এবং বামদেদের টাকায়। কিছুটা অর্থ তৃণমূলের থেকেও যায়। সম্প্রতি একটা ভিডিও পোস্ট করে দিব্যা দাবি করে যে একটা বাথরুমের উপর নাকি সনাতনীদের গর্ব গেরুয়া পতাকা লাগাচ্ছে কিছু হিন্দু যুবক।

## আসল খবরঃ

ঘটনা প্রয়াগরাজেরা দিব্যা আর তার টিমের উদ্দেশ্য ছিল

কিছু সনাতনীদের উসকে দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে প্রয়াগরাজ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় খবর করা শুরু হয়ে যায় এই নিয়ে। পরে জানা যায় ভিডিও অর্ধসত্য। গেরুয়া পতাকা হাতে কিছু যুবক গিয়েছিল এটা সত্য। কিন্তু তারা গিয়েছিল একটা বিতর্কিত হোডিং নামাতো এবং কোনোভাবেই কেউ গেরুয়া পতাকা নিয়ে বাথরুমের উপরে ওঠেনি।

## রানা আইয়ুবের চপ

মূলত হিন্দী বলয়ের দলিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ফেক নিউজ ছড়াতে সিদ্ধহস্ত রানা আইয়ুব। কিছুদিন আগে একটা সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের খবর পোস্ট করে সে দাবি করে চারজন উঁচু জাতের ছেলে এক দলিত সম্প্রদায়ের





কিশোরকে হেনস্তা করায় নাকি সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এই পোস্ট দেখে দলিতদের উপর উত্তরপ্রদেশে অত্যাচার হচ্ছে বলে বিরোধী দলের কয়েকজন জনপ্রতিনিধিও সরব হতে শুরু করে।



#### আসল খবরঃ

বাস্তব সত্যি হলো হেনস্তার অভিযোগে অভিযুক্ত চারজন এবং মৃত কিশোর একই সম্প্রদায়ের।

#### বেচারা বাংলাদেশাশ!

যদিও এ খবর মাস চারেকের পুরানো তবু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু নিধন যজ্ঞের প্রেক্ষিতে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা। টাইগার রবি বাংলাদেশের খুব বড় ক্রিকেট ফ্যানা বাংলাদেশের খেলা থাকলে মোটামুটি গ্যালারিতে দেখা যায় তাকে। কিছুদিন আগে ভারত বাংলাদেশ সিরিজ চলাকালীন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় টাইগার রবিকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়া খবর



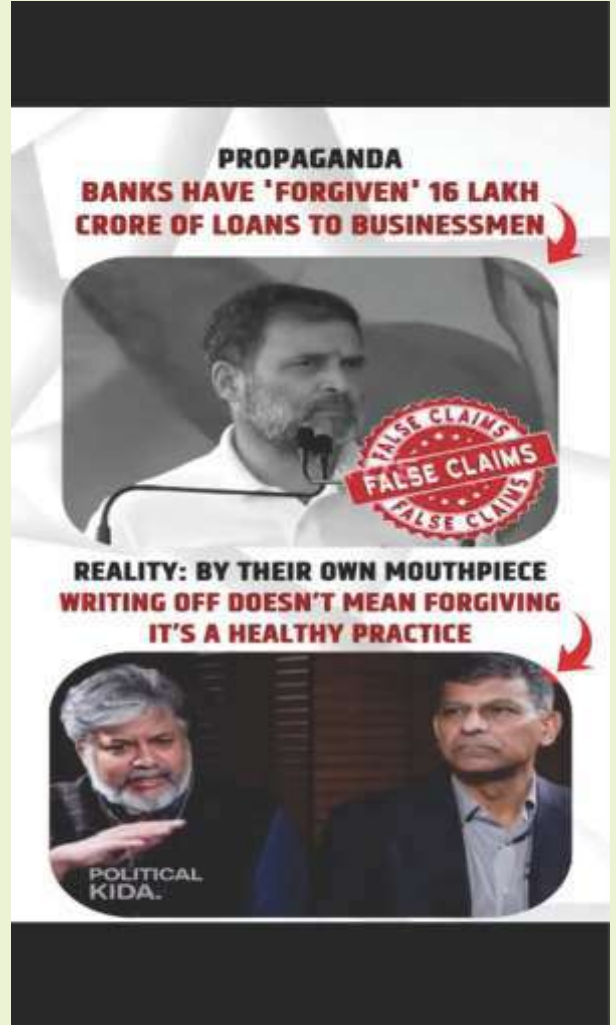
করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সমর্থকরা নাকি পিটিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে।

#### আসল খবরঃ

বাস্তবে ডিহাইড্রেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল টাইগার রবিকে। তবুও বাংলাদেশের তরফে ফেক নিউজ ছড়ানোর খেলা বন্ধ হয় না। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন মৌলবাদী সরকার বাংলাদেশী হিন্দুদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে তখন এই ধরনের ফেক নিউজ আরো বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতবিরোধীতার সুর চরমে তোলার জন্য।

#### 'পাশু'-দের প্যানপ্যানানি

বড়লোক এবং শিল্পপতিদের লোন মকুবের জন্য প্রায়ই বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করতে দেখা যায় তৃণমূল এবং কংগ্রেস সমেত সমস্ত বিরোধীদের। সম্প্রতি রাহুল গান্ধী সংসদে দাঁড়িয়ে আবারো একই দাবী করেছেন।



#### আসল খবরঃ

এদিকে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের চোখের মনি প্রান্তন আর বি আই গভর্নর রঘুরাম রাজন জানাচ্ছেন রিট অফ মানেই লোন মকুব নয়। বকলমে বিজেপি সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন তিনি। ওদিকে আবার কংগ্রেস আমলে লোন নিয়ে তা শোধ করতে না পেরে লন্ডনে চলে যাওয়া শিল্পপতি বিজয় মালিয়া দাবি করছেন মোদি সরকার নাকি তাঁর ৬০০০ কোটি টাকা লোনের বিপক্ষে থেকে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা উসুল করে নিয়েছে। পাশাপাশি নীরব মোদী সমেত কংগ্রেস আমলে লোন নিয়ে পরবর্তীতে দেশ ছাড়া অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বকেয়া লোনের পরিমাণ মেটাচ্ছে কেন্দ্র সরকার। অর্থাৎ লোন মকুব সংক্রান্ত রাহুল গান্ধী সহ বিরোধীদের দাবি এবং সেই সংক্রান্ত সমস্ত খবর আক্ষরিক অর্থেই মিথ্যে।

পশ্চিমবঙ্গে ফের সক্রিয়  
নিষিদ্ধ বাংলাদেশী

# জঙ্গি সংগঠন হিজবুত

- পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী  
জেলাগুলিতে বসবাসকারী  
পরিযায়ী শ্রমিকদের  
মগজধোলাই করে তাঁদের দলে  
টানতে চাইছে হিজবুত

- শরিয়ত আইন বলবৎ করার জন্য  
পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজনের সাথে  
বৈঠকও করে জঙ্গি সংগঠনের  
সদস্যরা

- এই নিয়ে রাজ্যকে কড়া সতর্ক  
করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা

মমতা ব্যানার্জীর মদতেই কি  
পশ্চিমবঙ্গকে নিজেদের স্বর্গরাজ্য  
বানাতে চাইছে হিজবুত সহ বিভিন্ন  
জঙ্গি সংগঠনগুলি

নাহলে কোনো আফগান নাগরিকদের  
ভারতীয় পাসপোর্ট পেতে

**সাহায্য করলো তৃণমূল  
পরিচালিত পুরসভা**

**ভাবুন বাঙালি ভাবুন**

[f](#) [x](#) [v](#) [@/BJP4Bengal](#) [bjpgbengal.org](#)





প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঐতিহাসিক কুয়েত সফর। ৪৩ বছর বাদে কুয়েতে পা পড়ল প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর। কুয়েত ও ভারতের সম্পর্কে মজবুত করতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মুখোমুখি কুয়েতের আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-জাবের আল সাবাহ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এই সফরেই কুয়েতের (সর্বোচ্চ সম্মান) নাইটহুড 'দ্য অর্ডার অফ মুবারক দ্য গ্রেট' সম্মানে সম্মানিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।



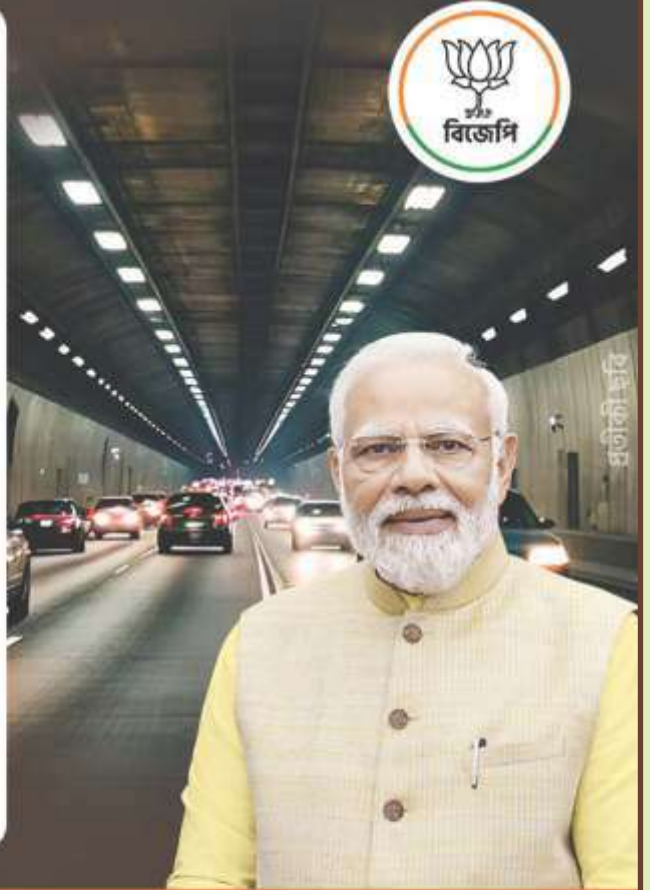
অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করতে নয়াদিল্লিতে ১৫তম ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর যৌথ কমিশন সভায় মুখোমুখি দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী - এস জয়শঙ্কর এবং শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।

রাশিয়ার কালিনিগ্রাডে হাডহিম করা ভয়ঙ্কর যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস তুশিল' আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় নৌসেনার হাতে তুলে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।



# কমবে যানজট, বাঁচবে সময় বাংলাকে সুড়ঙ্গপথ উপহার মোদীজির

- গঙ্গার তলা দিয়ে কলকাতা থেকে হাওড়া অবধি তৈরি হবে সুড়ঙ্গপথ
- চাপ কমবে হাওড়া ব্রিজ ও দ্বিতীয় লুগলি সেতুর
- মোট ১৫ কিলোমিটার রাস্তা হবে, তার মধ্যে ৮ কিলোমিটার থাকবে সুড়ঙ্গপথ
- বরাদ্দ হয়েছে ১১ হাজার কোটি টাকা
- আগামী বছর থেকেই শুরু হয়ে যাবে কাজ



শিল্প হোক বা রাস্তা  
পশ্চিমবঙ্গবাসী মোদীতেই রেখেছেন আস্থা